পঞ্চম অধ্যায়
বৌদ্ধ কর্মবাদ

অধ্যায় অ্যাসেসমেন্ট ছক		
ছক-১	ছক-২	ছক-৩

বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা ২ দেখো

3A পেলে অর্জিত হবে **A+**

অধ্যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু

সবাই কর্মের অধীন এবং যে যেমন কাজ করে তেমনই ফল পায়।

বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিই হলো 'কর্মবাদ'। বুদ্ধের কর্মবাদ অনুসারে চিত্ত বা চেতনাই হলো কুশলকর্ম এবং অকুশল কর্মের উৎপত্তিস্থল। কায় কর্ম ও বাক্য কর্ম সমস্তই মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বৌদ্ধধর্ম মতে, নিজ নিজ কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হবে। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে। গাছের ফলের মতো কর্মফল মানুষের কর্মকে অনুসরণ করে। কর্ম যদি ভালো-মন্দ হয় তবে ফলও ভালো-মন্দ হয়। সুতরাং বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদ বলতে কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে বোঝানো হয়।

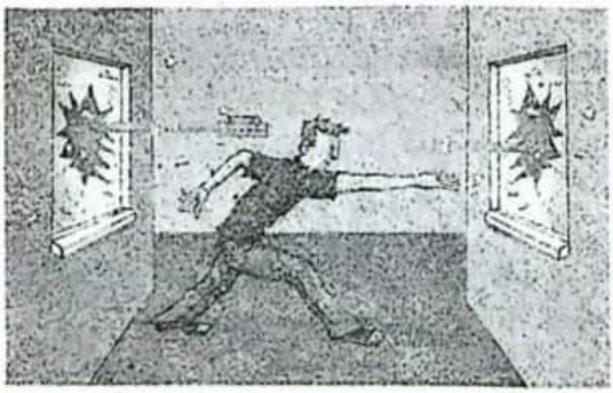

কর্মফল ভোগ

AUDIO BOOK শুরুতেই পাঠ্যবই থেকে 'বৌদ্ধ কর্মবাদ' অধ্যায়টি পড়ে নাও।
অথবা মোবাইলে Audio Book শোনার জন্য QR Code স্ক্যান করো।

অধ্যায়টির শিখনফল

Tutor এখানে অধ্যায়ের শিখনফলগুলোর গুরুত্ব স্টার (★) চিহ্নিত করে বোঝানো হয়েছে। কোন শিখনফল থেকে বিগত বছরসমূহে বোর্ড পরীক্ষায় কত সংখ্যক প্রশ্ন এসেছে এবং এ অধ্যায়ে ঐসব শিখনফলের ওপর কোন কোন প্রশ্ন রয়েছে তা এ ছক থেকে জানতে পারবে তুমি।

	শিখনফল	বোর্ড ও সাল	প্রশ্ন নম্বর
★	১. কর্মের ধারণা বলতে পারবে।		১২, ১৪
★	২. বৌদ্ধধর্ম মতে 'কর্মবাদ' ব্যাখ্যা করতে পারবে।	ঢা. বো. '২৪; স. বো. '১৭	৩, ১২, ১৩
★★	৩. কুশল এবং অকুশল কর্মের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।	ঢা. বো. '২৪; ঢা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. '২০; ঢা. বো. '১৯; স. বো. '১৮; স. বো. '১৫	২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১১, ১৫
★★	৪. চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের আলোকে বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে পারবে।	ঢা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., '২০; রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., '১৯; স. বো. '১৭; '১৬; '১৫	১, ৪, ৫, ৭, ১০, ১১, ১৬

অ্যানালাইসিস

- **পাঠ বিশ্লেষণ** | পৃষ্ঠা ১৩০
  - ✓ অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ | পৃষ্ঠা ১৩০
  - ✓ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা ১৩০
  - ✓ কুইজের উত্তরমালা | পৃষ্ঠা ১৩২

অ্যাপ্লিকেশন

- **সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ১৩৩
  ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ✓ সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন
- **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ১৪১
- **জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ১৪৩
- **সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ১৪৫
  ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ✓ সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন

অ্যাসেসমেন্ট

- **প্রশ্নব্যাংক** | পৃষ্ঠা ১৫৩
  - ✓ রচনামূলক প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১৫৩
  - ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১৫৪
- **অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট** | পৃষ্ঠা ১৫৫
  - ✓ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ১৫৫
  - ✓ রচনামূলক অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ১৫৬

অ্যানালাইসিস অংশ: পাঠ বিশ্লেষণ

■ শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ ■ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু

অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ — বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা ও শিখনফলের ভিত্তিতে

Tutor: এ অধ্যায়ের কোন শিখনফল কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার জন্য শিখনফলের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট শিখনফলের ওপর কতবার প্রশ্ন এসেছে তা ছক ও গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ শিখনফলসমূহের ওপর প্রশ্নগুলো তুমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করো।

শিখনফল নম্বর	বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা (২০১৫-২৪)										
	ঢাকা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	দিনাজপুর	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম	সিলেট	যশোর	বরিশাল	সকল বোর্ড	মোট
১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০
২	১	-	-	-	-	-	-	-	-	১	২
৩	৩	-	-	-	১	১	১	-	-	২	৮
৪	১	-	১	-	১	২	২	১	-	৩	১১

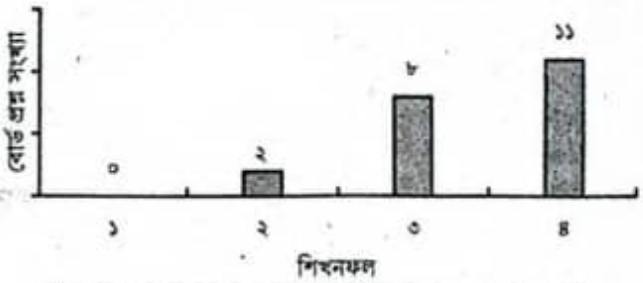

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী শিখনফলগুলো হলো ৪, ৩ ও ২

পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু — নতুন পাঠ্যবইয়ের টপিকের ভিত্তিতে

Tutor: এখানে প্রতিটি টপিকের ওপর পাঠ্যবই ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত জ্ঞান টু-দ্য-পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে কুইজ। যদি তুমি সবগুলো কুইজের উত্তর করতে পারো তাহলে বুঝতে পারবে টপিকের ওপর তোমার স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে।

কর্ম শব্দের ধারণা

বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি কর্মবাদ। বৌদ্ধধর্ম দর্শনের মূলকথা হচ্ছে কর্মই এ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। জগতে সবকিছু কর্মাধীন। 'কর্ম' বলতে কোনো অনুষ্ঠান করা, নির্মাণ করা বা সম্পাদন করা ইত্যাদি বোঝায়। বৌদ্ধধর্মে শুভ-অশুভ, কুশল-অকুশল ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে কর্ম বলে অভিহিত করা হয়। বৌদ্ধমতে, মানুষ জগতে নিজের কর্মফল ভোগ করে। কর্মের কারণে এখানে মানুষের জন্ম, কর্মের মাধ্যমে তার স্বীকৃতি, কর্মের ফল মানুষের বন্ধু, কর্মই মানুষের আশ্রয়। সুতরাং, জন্ম-জন্মান্তরে মানুষকে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কর্ম বলতে কোনো কিছু করাকে বোঝায়। যা চিন্তা করা হয়, যা করা হয় এবং দেহের দ্বারা সম্পাদন করা হয় তাই কর্ম। কায়, বাক্য ও মন এ তিন দ্বারা কর্ম সংঘটিত হয়।

চিন্তন, কথন এবং করণ সমস্তই কর্ম। 'অঙ্গুত্তর নিকায়' গ্রন্থে বুদ্ধ কর্ম সম্পর্কে বলেছেন, "চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি। চেতয়িত্বা কম্মং করোতি কায়েন বাচায় মনসা' পি"।

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! চেতনাকেই (ইচ্ছাকে) আমি কর্ম বলি। কারণ চেতনার দ্বারা ব্যক্তি কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে।

বৌদ্ধ মতে, কর্ম চার প্রকার। যথা-(১) জনক কর্ম (২) উপস্তম্ভক কর্ম (গ) উৎপীড়ক কর্ম এবং (ঘ) উপঘাতক কর্ম। এ চার প্রকার কর্মের ফল মানুষ জগতে ভোগ করে।

কুইজ-১

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কোর: D (০-২টি) C (৩-৪টি) B (৫-৬টি) A (৭-৮টি)

প্রশ্ন-১. বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি কী?
প্রশ্ন-২. জগতে সবকিছু কীসের অধীন?
প্রশ্ন-৩. কোনো অনুষ্ঠান করা, নির্মাণ করা বা সম্পাদন করা বোঝাতে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়?
প্রশ্ন-৪. শুভ-অশুভ, কুশল-অকুশল ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে কী বলে?
প্রশ্ন-৫. মানুষ জগতে কার কর্মফল ভোগ করে?
প্রশ্ন-৬. জন্ম-জন্মান্তরে মানুষকে কীসের ফল ভোগ করতে হয়?
প্রশ্ন-৭. কায়, বাক্য ও মন এ তিন দ্বারা কী সংঘটিত হয়?
প্রশ্ন-৮. 'অঙ্গুত্তর নিকায়' নামক গ্রন্থে বুদ্ধ কাকে কর্ম বলেছেন?

Tutor: কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৩২ দেখো।

কর্মবাদের ধারণা

'কর্ম' ও 'বাদ' দুটি অর্থবোধক শব্দের সমন্বয়ে 'কর্মবাদ' শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'কর্ম' বলতে কায়, বাক্য ও মনে সম্পাদিত কাজ বা ক্রিয়াকে বোঝায়। 'বাদ' বলতে তত্ত্ব বা ধারণার বিশ্বাসকে বোঝায়। সুতরাং 'কর্মবাদ' বলতে কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে বোঝানো হয়। আয়ু-বর্ণে, ভোগ-ঐশ্বর্যে এবং জ্ঞান-গরিমায় মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কর্মই প্রাণীগণকে হীন-উত্তম বা উঁচু-নিচু বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে।

'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে ভিক্ষু নাগসেন ও গ্রিক রাজা মিলিন্দের কথোপকথনে নাগসেন স্থবির বলেছেন, "সকল মানুষ এক রকম না হবার কারণ হচ্ছে তাদের কৃতকর্ম। যেমন সকল বৃক্ষের ফল এক রকম নয় তেমনি কর্মের নানাত্ব, হেতু সকল মানুষ সমান হয় না। বুদ্ধ 'সুত্তনিপাত' নামক গ্রন্থে বলেছেন— জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, জন্ম দ্বারা কেউ অব্রাহ্মণ হয় না, কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এবং কর্ম দ্বারা অব্রাহ্মণ হয়। কর্মের ফল অচিন্তনীয়। মানুষ সুকৃত কর্মের ফলে সর্বসুখ লাভ করে আর অকুশল কর্মের ফলে দুঃখ ভোগ করে।

সুতরাং কর্মের বিপাক অচিন্তনীয় ও অতুলনীয়। তাই প্রত্যেকের উচিত কুশলকর্ম সম্পাদন করা যাতে জাগতিক সর্ব দুঃখ মোচন হয়।

কুইজ-২

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কোর: D (০-২টি) C (৩-৪টি) B (৫-৬টি) A (৭-৮টি)

প্রশ্ন-১. 'কর্মবাদ' শব্দটি কোন দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে?
প্রশ্ন-২. কোনো তত্ত্ব বা ধারণার বিশ্বাসকে কী বলে?

প্রশ্ন-৩. আয়ু-বর্ণে, ভোগ-ঐশ্বর্যে এবং জ্ঞান-গরিমায় মানুষের মধ্যে কী রয়েছে?
প্রশ্ন-৪. কোন গ্রন্থে ভিক্ষু নাগসেনের কথা উল্লিখিত হয়েছে?
প্রশ্ন-৫. সকল মানুষ একরকম না হবার কারণ কী?
প্রশ্ন-৬. বুদ্ধ কোন গ্রন্থে বলেছেন, "জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, জন্ম দ্বারা কেউ অব্রাহ্মণ হয় না"?
প্রশ্ন-৭. কর্মের ফল কীরূপ?
প্রশ্ন-৮. প্রত্যেকের কী কর্ম সম্পাদন করা উচিত?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৩২ দেখো।

কর্মফলের ব্যাখ্যা

কর্মবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন কর্মফল ভোগ করবে। কর্ম যদি ভালো-মন্দ হয় তবে ফলও ভালো-মন্দ হবে। পৃথিবীর সর্বত্রই এই নিয়ম প্রযোজ্য। মানুষ নিজ নিজ ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।

আত্মনির্ভরশীল না হলে কারো পক্ষে কোনো প্রকার কাজে সফলতা আসে না। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠাই হলো সর্ববিধ মহৎ কাজের ভিত্তিস্বরূপ।

'সঙ্গীতি সূত্রে' কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে বিশেষ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

ক. অকুশল বা দুঃখদায়ী পাপকর্ম: এগুলো হচ্ছে লোভ-দ্বেষ-মোহাচ্ছন্ন চিত্তে সম্পাদিত কর্ম। পাপকারী ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অনুশোচনা করে। সে নিজের পাপকর্ম ও তার ফল দেখে গভীরভাবে অনুশোচনা করতে থাকে।

খ. কুশল বা সুখদায়ী পুণ্যকর্ম: শীল পালন, দানানুশীলন, পরোপকারসাধন প্রভৃতি সৎকর্ম কুশল বা সুখদায়ী। পুণ্যকর্ম সুখময় ফলদায়ক।

গ. কুশলাকুশল ফলদায়ী পাপ-পুণ্যকর্ম: কুশলাকুশল বিমিশ্রিত চিত্তে সম্পাদিত কর্ম পাপ-পুণ্যময় হয় এবং তার ফল সুখ দুঃখময় হয়।

ঘ. সব রকম কর্মক্ষয়কর কর্ম যার দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব: মানুষ যখন লোভ-দ্বেষ-মোহে আকৃষ্ট হয়, তখন তার মধ্যে নানারকম কামনা-বাসনা উৎপন্ন হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনকে সংযত করার মাধ্যমে এগুলোকে দমন করা সম্ভব।

যিনি বৌদ্ধ কর্মফলে বিশ্বাসী তিনি কোনো জঘন্যতম অপরাধীকেও ঘৃণা করে না।

কুইজ-৩

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর: D (০-২টি) | C (৩-৪টি) | B (৫-৬টি) | A (৭-৮টি)

প্রশ্ন-১. কী অনুসারে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়?
প্রশ্ন-২. কর্ম যদি ভালো-মন্দ হয় তবে ফল কেমন হবে?
প্রশ্ন-৩. মানুষ কী পরিবর্তন করতে পারে?
প্রশ্ন-৪. আত্মপ্রতিষ্ঠা সর্ববিধ মহৎ কাজের কী স্বরূপ?
প্রশ্ন-৫. কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
প্রশ্ন-৬. পাপকারী ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে কী করে?
প্রশ্ন-৭. কলাকুশল বিমিশ্রিত চিত্তে সম্পাদিত কর্মের ফল কীরূপ হয়?
প্রশ্ন-৮. কর্মফলে বিশ্বাসী ব্যক্তি কোনো জঘন্যতম অপরাধীকেও কী করে না?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৩২ দেখো।

কুশল ও অকুশল কর্ম

কর্মকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— কুশলকর্ম ও অকুশলকর্ম।

কুশলকর্ম: বুদ্ধ বলেছেন, "চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি।"

অর্থাৎ চেতনাকেই আমি কর্ম বলি। কুশলকর্ম হচ্ছে পুণ্যময় ক্রিয়া। লোভ, দ্বেষ, মোহহীন হয়ে কোনো কর্ম করাকে কুশলকর্ম বলা হয়। যে কাজে কোন পাপ থাকে না তাই কুশলকর্ম। দান, শীল ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি কার্যক্রমের দ্বারা কুশলকর্ম করা যায়। পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ক্ষেমা হংসবতী নগরে দাসী হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি ভিক্ষু সুজাতকে পিঠা দান করে, ককুসন্ধ বুদ্ধকে পরবর্তী জন্মে মনোরম উদ্যান দান করে এবং কোনাগমন বুদ্ধকে পরজন্মে বিবিধ দান করে পরবর্তী জন্মে রাজা বিম্বিসারের পত্নী হন।

অকুশল কর্ম: 'অকুশল কর্ম' মানে পাপকর্ম। যে কর্মের ফলে মানুষ জন্মান্তরে দুঃখ ভোগ করে তাই অকুশল কর্ম। অকুশল শব্দের অর্থ হলো পাপ, দোষ, অপুণ্য, অপরাধ, অশুভ, অমঙ্গল, অন্যায়, নিকৃষ্ট ইত্যাদি। জগতে এমন কোনো প্রাণী নাই যাকে অকুশল কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না। স্বয়ং বুদ্ধকেও অকুশল কর্মের ফল ভোগ করতে হয়েছে। দেবদত্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাষাণে বুদ্ধের পায়ের রক্ত পড়েছিল। সুতরাং, অকুশল কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত।

কুইজ-৪

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর: D (০-২টি) | C (৩-৪টি) | B (৫-৬টি) | A (৭-৮টি)

প্রশ্ন-১. কর্মকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
প্রশ্ন-২. কুশলকর্ম কেমন ক্রিয়া?
প্রশ্ন-৩. লোভ-দ্বেষ, মোহহীন হয়ে কোনো কর্ম করাকে কী বলা হয়?
প্রশ্ন-৪. পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ক্ষেমা কী হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন?
প্রশ্ন-৫. ক্ষেমা পরবর্তী জন্মে কার পত্নী হন?
প্রশ্ন-৬. অকুশল কর্ম মানে কী?
প্রশ্ন-৭. কোন কর্মের ফলে মানুষ জন্মান্তরে দুঃখ ভোগ করে?
প্রশ্ন-৮. কার নিক্ষিপ্ত পাষাণে বুদ্ধের পায়ের রক্ত পড়েছিল?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৩২ দেখো।

চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের বাংলা অনুবাদ

বুদ্ধ জেতবন বিহারে অবস্থানকালীন শুভ মাণবক নামক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে মানুষের বিভিন্নতা সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করেন। বুদ্ধ উত্তরে বলেছিলেন, "মাণবক, জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কর্মই প্রাণীর বন্ধু এবং কর্মই একমাত্র আশ্রয়। কর্মই প্রাণীর রক্ষাকারী এবং ভেদাভেদকারী।" বুদ্ধ আরো বলেছিলেন, "পূর্বজন্মে কৃত প্রাণী হত্যা করা না করার কারণে প্রাণীর অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু হয়। পূর্বজন্মের নিষ্ঠুরতার কারণেও এ জন্মে রোগাক্রান্ত অল্পায়ু হয়। যারা প্রাণীহত্যা বা নিষ্ঠুর আচরণ করে না তারা দীর্ঘায়ু ও নিরোগী। কুশলকর্মের কারণে তারা স্বর্গে গমন করে। যারা জন্মান্তরে রোগাক্রান্ত হয় তারা বর্তমান জন্মে বিশ্রী চেহারার অধিকারী হয় এবং মৃত্যুর পরে নরকে যায়। যারা রাগহীন তাদের সুগতি হয়। যারা কুশল-অকুশল জানার চেষ্টা করে তারা জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করে।" এভাবে বুদ্ধ বিভিন্ন উদাহরণ টেনে শুভ মাণবককে কর্মের বিপাক সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের মূলকথা হচ্ছে, কর্মই জীবনের সঙ্গী। জীবগণ কর্মের অধীন। সুতরাং প্রত্যেকেরই কুশলকর্ম করা উচিত।

কুইজ-৫

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর: D (০-২টি) | C (৩-৪টি) | B (৫-৬টি) | A (৭-৮টি)

প্রশ্ন-১. মানুষের বিভিন্নতা সম্পর্কে বুদ্ধকে বহু প্রশ্নকারী ব্রাহ্মণের নাম কী?
প্রশ্ন-২. পূর্বজন্মে কৃত প্রাণী হত্যা করা না করার কারণে প্রাণীর কী হয়?
প্রশ্ন-৩. পূর্বজন্মে নিষ্ঠুরতার কারণে এ জন্মে কী হয়?
প্রশ্ন-৪. যারা প্রাণী হত্যা বা নিষ্ঠুর আচরণ করে না তারা কী হয়?
প্রশ্ন-৫. যারা জন্মান্তরে রোগাক্রান্ত হয় তারা বর্তমান জন্মে কেমন চেহারার অধিকারী হয়?
প্রশ্ন-৬. যারা রাগহীন তাদের কী হয়?
প্রশ্ন-৭. যারা কুশল-অকুশল জানার চেষ্টা করে তারা কী হয়ে জন্মগ্রহণ করে?
প্রশ্ন-৮. চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের মূলকথা কী?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৩২ দেখো।

কর্মবাদের গুরুত্ব

কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয়, জন্ম দিয়ে নয়। সুন্দরভাবে প্রতিদিনের কর্ম সম্পাদন করলে জীবন সুখময় হয়। তবে সম্পাদিত কর্মের মধ্যে কুশল চেতনা থাকা দরকার। সেজন্য বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কর্মই মানুষকে উচ্চ আসনে আসীন করে এবং কর্মের সুফল সবদিকেই প্রবাহিত হয়। কর্মই মানুষের চালিকাশক্তি। মানুষ নিজেই নিজের কর্মফল বহন করে। পশ্চাতে ফেলে আসে না। বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে, প্রাণী হত্যা না করা, চুরি না করা, ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া, মিথ্যা কথা না বলা, মাদক জাতীয় দ্রব্য সেবন না করাসহ বৃথা বাক্য না বলা, কর্কশ বাক্য না বলা-এর বিধান রয়েছে। সুন্দরভাবে জীবিকা অবলম্বনের জন্য অন্যায় ও অসামাজিক সকল প্রকার কাজ করা উচিত নয়। কেননা, নিন্দিত বা খারাপ কাজ যারা করে তাদেরকে সমাজে সবাই অবজ্ঞা করে। সুতরাং বুদ্ধের কর্মবাদ মনে রেখে কল্যাণময় কর্ম করা উচিত। শুভ বা কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যে ফল অর্জিত হয় তা কখনো পুণ্যের পথ ধ্বংস করতে পারে না। এমন কর্মসম্পাদন করতে হবে যার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্রের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

কুইজ-৬

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ছক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান কী হয়?
প্রশ্ন-২. সুন্দরভাবে প্রতিদিনের কর্ম সম্পাদন করলে জীবন কী হয়?
প্রশ্ন-৩. সম্পাদিত কর্মের মধ্যে কেমন চেতনা থাকা দরকার?
প্রশ্ন-৪. বৌদ্ধধর্মে কীসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?
প্রশ্ন-৫. কর্মের সুফল কোন দিকে প্রবাহিত হয়?
প্রশ্ন-৬. মানুষের চালিকাশক্তি কী?
প্রশ্ন-৭. মানুষ নিজেই নিজের কর্মফল কী করে?
প্রশ্ন-৮. নিন্দিত বা খারাপ কাজ যারা করে তাদেরকে সমাজের সবাই কী করে?

দেখো কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৩২ দেখো।

কুইজের উত্তরমালা

কুইজ-১	১। কর্মবাদ; ২। কর্মাধীন; ৩। কর্ম; ৪। কর্ম; ৫। নিজের; ৬। কৃতকর্মের; ৭। কর্ম; ৮। চেতনাকে।
কুইজ-২	১। কর্ম ও বাদ; ২। 'বাদ'; ৩। পার্থক্য; ৪। মিলিন্দ প্রশ্ন; ৫। তাদের কৃতকর্ম; ৬। সুত্তনিপাত; ৭। অচিন্তনীয়; ৮। কুশলকর্ম।
কুইজ-৩	১। কর্মবাদ; ২। ভালো-মন্দ; ৩। নিজ ভাগ্য; ৪। ভিত্তি; ৫। চারভাগে; ৬। অনুশোচনা; ৭। পাপ পুণ্যময়; ৮। ঘৃণা।
কুইজ-৪	১। দু'ভাগে; ২। পুণ্যময় ক্রিয়া; ৩। কুশলকর্ম; ৪। দাসী; ৫। রাজা বিম্বিসারের; ৬। পাপকর্ম; ৭। অকুশল কর্ম; ৮। দেবদত্তের।
কুইজ-৫	১। শুভ মাণবক; ২। অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু; ৩। রোগাক্রান্ত অল্পায়ু; ৪। দীর্ঘায়ু ও নিরোগী; ৫। বিশ্রী; ৬। সুগতি; ৭। জ্ঞানী; ৮। কর্মই জীবনের সঙ্গী।
কুইজ-৬	১। সুদৃঢ়; ২। সুখময়; ৩। কুশল চেতনা; ৪। কর্মবাদের; ৫। সবদিকেই; ৬। কর্ম; ৭। বহন করে; ৮। অবজ্ঞা করে।

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — শূন্যস্থান ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন

এখানে অনুশীলনের জন্যে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে সহায়তা করবে।

▶ শূন্যস্থান পূরণ

১. মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুসারে ——— ভোগ করে।
২. ——— নানাত্ব হেতু সকল মানুষ সমান হয় না।
৩. বৌদ্ধধর্মে ——— উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
৪. কর্মই প্রাণীকে নানাভাবে ——— করে।
৫. বর্তমান জীবনের ——— ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয়।

উত্তর: ১. ফল; ২. কর্মের; ৩. কুশলকর্মের; ৪. বিভাজন; ৫. কর্মফলেই।

▶ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১. বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো।

উত্তর: বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি কর্মবাদ। বৌদ্ধধর্ম দর্শনের মূলকথা হচ্ছে কর্মই এ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। জগতে সবকিছু কর্মাধীন। বৌদ্ধমতে, মানুষ জগতে নিজের কর্মফল ভোগ করে। কর্মের কারণে এখানে মানুষের জন্ম, কর্মের মাধ্যমে তার স্বীকৃতি, কর্মের ফল, মানুষের বন্ধু, কর্মই মানুষের আশ্রয়। সুতরাং, জন্ম-জন্মান্তরে মানুষের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কর্ম বলতে কোনো কিছু করাকে বোঝায়। যা চিন্তা করা হয়, যা করা হয় এবং দেহের দ্বারা সম্পাদন করা হয় তাই কর্ম। কায়, বাক্য ও মন এ তিন দ্বারা কর্ম সংঘটিত হয়।

চিন্তন, কথন এবং করণ সমস্তই সমাধান। 'অঙ্গুত্তর নিকায়' গ্রন্থে বুদ্ধ কর্ম সম্পর্কে বলেছেন, "চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি। চেতয়িত্বা কম্মং করোতি কায়েন বাচায় মনসা পি'চ।

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! চেতনাকেই (ইচ্ছাকে) আমি কর্ম বলি। কারণ চেতনার দ্বারা ব্যক্তি কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে।

বৌদ্ধ মতে, কর্ম চার প্রকার। যথা-(১) জনক কর্ম (২) উপস্তম্ভক কর্ম (গ) উৎপীড়ক কর্ম এবং (ঘ) উপঘাতক কর্ম। এ চার প্রকার কর্মের ফল মানুষ জগতে ভোগ করে। তাই জগতে সকল প্রকার মানুষ এক রকম নয়। দৈহিক, বৈষয়িক ও নৈতিক অবস্থার মধ্যে মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহা মানুষের চিরন্তন কর্ম প্রবাহের ফল। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে ভন্তে নাগসেন বলেছেন, "সকল মানুষ এক রকম না হবার কারণ হচ্ছে তাদের কৃতকর্ম। যেমন– সকল বৃক্ষের ফল এক রকম না হবার কারণ হচ্ছে তাদের কৃতকর্ম। যেমন সকল বৃক্ষের ফল এক রকম নয় তেমনি মনোত্ব কর্মের হেতু মানুষ সমান হয় না। বুদ্ধ 'সুত্তনিপাত' নামক গ্রন্থে বলেছেন—

ন জচ্চা ব্রাহ্মণো হোতি, ন জচ্চা হোতি অব্রাহ্মণো। কম্মুনা ব্রাহ্মণো হোতি, কম্মুনা হোতি অব্রাহ্মণো।

অর্থাৎ-জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, জন্ম দ্বারা কেউ অব্রাহ্মণ হয় না, কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এবং কর্ম দ্বারা অব্রাহ্মণ হয়'। কর্মের ফল অচিন্তনীয়। মানুষ সুকৃত কর্মের ফলে সর্বসুখ লাভ করে আর অকুশল কর্মের ফলে দুঃখ ভোগ করে। তাই চৌদ্দশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে,

নং তং মাতা-পিতা কযিরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা
সম্মা পণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে।

অর্থাৎ মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যে উপকার করতে পারে না, সুপথে পরিচালিত চিত্ত তার চেয়ে অধিক উপকার করে।

সুতরাং কর্মের বিপাক অচিন্তনীয় ও অতুলনীয়। তাই প্রত্যেকের উচিত কুশলকর্ম সম্পাদন করা যাতে জাগতিক সর্ব দুঃখ মোচন হয়।

প্রশ্ন-২. কুশল এবং অকুশল কর্মের বর্ণনা দাও।

উত্তর: বৌদ্ধধর্ম দর্শনের মূলভিত্তি কর্মবাদ। এ কর্ম সম্পর্কে বুদ্ধ বিভিন্ন যুক্তি উপমা সহকারে বহু ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কর্মকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— কুশলকর্ম ও অকুশলকর্ম। নিম্নে উভয় কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল।

কুশলকর্ম: বুদ্ধ বলেছেন, "চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি।"
অর্থাৎ চেতনাকে আমি কর্ম বলি। এ কর্ম কুশল ও অকুশল হতে পারে। কুশলকর্ম হচ্ছে পুণ্যময় ক্রিয়া। এ কুশলকর্ম বলতে বোঝায় সৎকর্ম বা পুণ্যময় কার্যকে। কুশলকর্মের সমার্থক শব্দ হচ্ছে নিপুণ, শুভ, পুণ্যধর্ম, সৎ, ধার্মিক, নির্দোষ, প্রশংসনীয় ইত্যাদি। লোভ, দ্বেষ, মোহহীন হয়ে কোনো কর্ম করাকে কুশলকর্ম বলা হয়। যে কাজে কোন পাপ থাকে না তাই কুশলকর্ম। দান, শীল ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি কার্যক্রমের দ্বারা কুশলকর্ম করা যায়। কুশলকর্মের ফল যে কত উত্তম তা নিচের উদাহরণ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ক্ষেমা হংসবতী নগরে দাসী হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি ভিক্ষু সুজাতকে পিঠা দান করে, ককুসন্ধবুদ্ধকে পরবর্তী জন্মে মনোরম উদ্যান দান করে এবং কোনাগমন বুদ্ধকে পরজন্মে বিবিধ দান করে পরবর্তী জন্মে রাজা বিম্বিসারের পত্নী হন। ইহা জন্মান্তরের কুশলকর্মের ফল। সুতরাং, প্রত্যেকেরই কুশলকর্ম করা উচিত।

অকুশল কর্ম: 'অকুশল কর্ম' মানে পাপকর্ম। যে কর্মের ফলে মানুষ জন্মান্তরে দুঃখ ভোগ করে তাই অকুশল কর্ম। অকুশল শব্দের অর্থ হলো পাপ, দোষ, অপুণ্য, অপরাধ, অশুভ, অমঙ্গল, অন্যায়, নিকৃষ্ট ইত্যাদি। অকুশল কর্মে লোভ, দ্বেষ, মোহ বিরাজিত। অকুশল কর্মের ফলে মানুষ সমাজে অপমানিত ও নিন্দার ভাগী হয়। জগতে এমন কোনো প্রাণী নাই যাকে অকুশল কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না। মনুষ্য থেকে পশু পক্ষী তথা তির্যক প্রাণীসহ সকলকে অকুশল কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। আমরা বৌদ্ধ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, স্বয়ং বুদ্ধকেও অকুশল কর্মের ফল ভোগ করতে হয়েছে। দেবদত্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাষাণে বুদ্ধের পায়ের রক্ত পড়েছিল। মৌদ্গল্যায়ন ভন্তে অর্হৎ হয়েও পূর্বজন্মের অকুশল কর্মের বিপাক হেতু শারীরিক লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন। সুতরাং, অকুশল কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত।

প্রশ্ন-৩. চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের সারমর্ম ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আমরা জানি, বৌদ্ধ দর্শনের মূলভিত্তি কর্মবাদ। এ কর্ম সম্পর্কে বুদ্ধ উপদেশ দিয়েছিলেন। 'চূল্লকর্ম বিভঙ্গ' সূত্রে বুদ্ধ এ কর্ম সম্পর্কে তোদেয্য ব্রাহ্মণের পুত্র শুভ মাণবককে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। নিম্নে এ সূত্রের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে উল্লিখিত হলো।

চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের সারমর্ম: বুদ্ধ জেতবন বিহারে অবস্থানকালীন শুভ মাণবক নামক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে মানুষের বিভিন্নতা সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করেন। বুদ্ধ সব প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানে মাণবককে সন্তুষ্ট করেছিলেন। তোদেয্য ব্রাহ্মণের পুত্র শুভ মাণবকের প্রশ্ন ছিল— জগতে কেউ হীন ও উৎকৃষ্ট, কেউ অল্পায়ু, কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ রোগী, কেউ নিরোগী কেউ বিশ্রী ও সুশ্রী, কেউ গরিব ও কেউ ধনী, কেউ অল্প শক্তি ও কেউ মহাশক্তিযুক্ত, কেউ উচ্চ কুলজাত ও কেউ নীচ কুলজাত, কেউ জ্ঞানী ও কেউ অজ্ঞানী ইত্যাদি শ্রেণিভেদে বিভক্ত কেন? এর কারণ কী? বুদ্ধ উত্তরে বলেছিলেন, "মাণবক, জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কর্মই প্রাণীর বন্ধু এবং কর্মই একমাত্র আশ্রয়। কর্মই প্রাণীর রক্ষাকারী এবং ভেদাভেদকারী। বিস্তৃত ব্যাখ্যায় বুদ্ধ আরো বলেছিলেন, পূর্বজন্মে কৃত প্রাণী হত্যা করার কারণে প্রাণীর অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু হয়। পূর্বজন্মের নিষ্ঠুরতার কারণেও এ জন্মে রোগাক্রান্ত অল্পায়ু হয়। যারা প্রাণীহত্যা বা নিষ্ঠুর আচরণ করে না তারা দীর্ঘায়ু ও নিরোগী। কুশলকর্মের কারণে তারা স্বর্গে গমন করে।

যারা জন্মান্তরে রোগাক্রান্ত হয় তারা বর্তমান জন্মে বিশ্রী চেহারার অধিকারী হয় এবং মৃত্যুর পরে নরকে যায়। যারা রাগহীন তাদের সুগতি হয়। তেমনি ঈর্ষাহীন, দাতা, নিরহংকারী ব্যক্তির সুগতি হয়— আর বিপরীত চিত্তের অধিকারীকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। যারা কুশল-অকুশল জানার চেষ্টা করে তারা জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এভাবে বুদ্ধ বিভিন্ন উদাহরণ টেনে শুভ মাণবক কর্মের বিপাক সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের মূলকথা হচ্ছে কর্মই জীবনের সঙ্গী। জীবগণ কর্মের অধীন। প্রাণী জগতে বিচিত্রতার কারণ হচ্ছে কৃতকর্মের ফল। এখানে কুশলকর্মের ফল সুখকর এবং অকুশল কর্মের ফল দুঃখজনক। সুতরাং প্রত্যেকেরই কুশলকর্ম করা উচিত।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪২টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ■ ৯৫টি সাধারণ ■ ২২টি বহুপদী সমাপ্তিসূচক ■ ২৫টি অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যেসব প্রশ্ন হতে পারে সেগুলো কমন পাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

১. কোন বুদ্ধের সময়ে ক্ষেমা হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? ◄ মূল: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৭।

ক ককুসন্ধ খ কশ্যপ
গ কোণাগমন ঘ পদুমুত্তর

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরের একজন দাসী ছিলেন— ক্ষেমা।
- ত্রয়োদশতম সম্যক সম্বুদ্ধ হলেন— পদুমুত্তর।
- ২৫তম সম্যক সম্বুদ্ধ হলেন— ককুসন্ধ।
- ২৬তম সম্যক সম্বুদ্ধ হলেন— কোণাগমন।
- ২৭তম সম্যক সম্বুদ্ধ হলেন— কশ্যপ।
- ক্ষেমা নৃপতি কিকিরের জ্যেষ্ঠ কন্যারূপে জন্ম নেন— কশ্যপ বুদ্ধের সময়।
- ক্ষেমা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন— বিপশী বুদ্ধের সময়।

২. কর্মবাদ বলতে কী বোঝায়? ◄ মূল: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৭।

ক ধারণার বিশ্বাসকে
খ কর্মফলের গভীর বিশ্বাসকে
গ পূর্ব জন্মের বিশ্বাসকে
ঘ ইহকর্মফলের বিশ্বাসকে

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি— কর্মবাদ।
- কর্ম বলতে বোঝায়— কোনো অনুষ্ঠান নির্মাণ বা সম্পাদন করা।
- কর্মের উৎপত্তিস্থল হলো— মন বা চিত্ত।
- কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে বলা হয়— কর্মবাদ।
- ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা বা বিশ্বাসকে বলা হয়— আস্তিকতাবাদ।
- পূর্ব জন্মের বিশ্বাসকে বলা হয়— জন্মান্তরবাদ।
- ইহজীবনে ফল প্রদান করে— দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দায়ক ও ভন্তের কথোপকথন:
দায়ক: বিহারে গিয়ে ত্রিরত্ন বন্দনা শেষে ভিক্ষু বন্দনাপূর্বক পাশে বসে প্রশ্ন করেন— মানুষ ধনী-গরিব, সুশ্রী- বিশ্রী হয় কেন?
ভন্তে: তিনি দেশনায় বুদ্ধের উদ্ধৃতাংশ দিয়ে বলেন— 'জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কর্মই জীবনের একমাত্র বন্ধু। কর্মই তাদের একমাত্র আশ্রয়। কর্মই জীবগণের একমাত্র রক্ষাকারী। কর্মই জীবগণকে হীন ও শ্রেষ্ঠভাবে বিভক্ত করে।'

৩. **দায়কের প্রশ্নকরণের বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৮।
ক সুভদ্রের খ ব্রাহ্মণের
গ শুভমানবের ঘ উপালির **গ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
- গৌতম বুদ্ধকে মানুষের ভিন্নতার বিষয়ে প্রশ্ন করেন— শুভ মানবক।
- শুভ মানবকের প্রশ্নের ভিত্তিতে বুদ্ধ দেশনা করেন— চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্র।
- বৌদ্ধধর্মের মতে কর্মের ফল বর্ণিত হয়েছে— চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রে।
- চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের আর এক নাম— ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ সূত্র।
- তোদেয্য ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম— শুভ মানবক।
- প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার অধিকার ছিল একমাত্র— ব্রাহ্মণের।
- স্থবির উপালির দক্ষতা ছিল— বিনয়ে।

৪. **ভন্তের দেশনায় বুদ্ধের উদ্ধৃতাংশটিতে কীসের প্রকাশ পেয়েছে?** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭১।
ক ধম্মপদের খ বস্তুবাদের
গ কর্মবাদের ঘ ভাববাদের **গ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
- 'মানুষ নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা' বুদ্ধের এই বাণীটি আছে— ধম্মপদে।
- বস্তুবাদের মূলকথা— পৃথিবী বস্তুগত এবং তার অস্তিত্ব চেতনা নিরপেক্ষ।
- কর্মবাদের মূলকথা— জগতের সবকিছু কর্মের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।
- কর্ম জীবনকে বিভক্ত করে— হীন ও শ্রেষ্ঠভাবে।
- কর্মের দ্বার— তিনটি।
- কুশলকর্মের মাধ্যমেই মানুষের জীবনকে— সুন্দর করা যায়।
- ভাববাদের মূলকথা— জগতের সবকিছু পরমাত্মা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

এখানে বিগত সালের শিখনফল বিশ্লেষণের আলোকে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, যাতে তুমি প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝে অনুশীলন করতে পারো। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে সূত্র হিসেবে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর, যা দেখে তুমি পাঠ্যবই দাগিয়ে নিয়ে লাইনটি আয়ত্ত করতে পারবে।

৫. **কোন কর্মের কাজ হলো বাঁধা দেওয়া?** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩। /সকল বোর্ড ২০১৯/
ক জনক খ উপঘাতক
গ উপস্তম্ভক ঘ উৎপীড়ক **গ**

৬. **কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে কী বলে?** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩। /ঢা. বো. ২০২৪/
ক জনক কর্ম খ কর্মফল
গ কর্মবাদ ঘ উপঘাতক কর্ম **গ**

৭. **সকল মানুষ এক রকম না হওয়ার কারণ—** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩। /সকল বোর্ড ২০১৭/
ক তাদের ধর্ম খ তাদের ইচ্ছা
গ তাদের কৃতকর্ম ঘ তাদের চাহিদা **গ**

৮. **কে নরঘাতক দস্যু ছিলেন?** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৬। /সকল বোর্ড ২০২০/
ক অঙ্গুলিমাল খ অজাতশত্রু
গ দেবদত্ত ঘ বিড়ূড়ভ **ক**

৯. **মহাপরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণ কী?** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭০। /সকল বোর্ড ২০১৮/
ক যথার্থ দান করা খ নিরহংকারী হওয়া
গ ঈর্ষাপরায়ণ না হওয়া ঘ রাগী না হওয়া **গ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
স্বরূপ তার কর্মস্থলে যাওয়ার পথে দেখলেন, মোটর বাইক দুর্ঘটনায় এক যুবক পড়ে আছে। তিনি যুবকটিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। /সকল বোর্ড ২০২০/

১০. **উদ্দীপকে স্বরূপের কর্মকাণ্ডে পাঠ্যবইয়ের কোন আচরণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়?** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৬।
ক কর্তব্যপরায়ণ খ মহানুভবতা
গ সহনশীলতা ঘ শ্রদ্ধাবোধ **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
পিয়াল ও তমাল ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করে। তাদের পাশের কক্ষে এক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে পিয়াল সেবা করার জন্য তার কাছে যায়। এতে তমাল পিয়ালের উপর অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু পিয়াল তাতে কর্ণপাত না করে ঐ শিক্ষার্থীকে সুস্থ করে তোলে। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩। /ঢা. বো. ২০২৪/

১১. **তমালের আচরণ কোন কর্মের মধ্যে পড়ে—**
ক জনক খ উপস্তম্ভক
গ উৎপীড়ক ঘ উপঘাতক **গ**

১২. **পিয়াল তার আচরণ দ্বারা লাভ করতে সক্ষম হবে—**
i. দীর্ঘায়ু
ii. পুণ্যময় জীবন
iii. মহাপরিবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
শ্রদ্ধেয় সুমনানন্দ স্থবির জীবের কর্মফল বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, যারা প্রাণী হত্যা, চুরি, মিথ্যা এবং মন্দ কাজে লিপ্ত হয় তারা কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করবে। অপরদিকে ভান্তের দেশনা শুনে স্বপন চাকমা গুরুজনদের ভক্তি করেন এবং কারোর প্রতি ঈর্ষান্বিত হন না। /সকল বোর্ড ২০২০/

১৩. **উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশনার কথা কোন সূত্রে আলোকপাত করা হয়েছে?** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৮।
ক সিগালোবাদ খ করণীয় মৈত্রী
গ চূল্লকর্ম বিভঙ্গ ঘ মঙ্গল **গ**

১৪. **স্বপন চাকমার এরূপ আচরণের ফলে তিনি পরজন্মে লাভ করবেন—** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭০।
ক মহাপরিবারে জন্ম খ দীর্ঘায়ু
গ উচ্চ কুলে জন্ম ঘ রাজ পরিবারে জন্ম **ক**

শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত

এখানে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত এ প্রশ্নগুলোতে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ও স্কুলের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা দেবে।

১৫. **জীব মাত্রই কীসের অধীন?** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২। /বরিশাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা/
ক শক্তির খ কর্মের
গ হুকুমের ঘ মোহের **খ**

১৬. **বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি কী?** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২। /বাইশটিকরী মডেল, ঢাকা/
ক কর্মবাদ খ ভোগবাদ
গ জন্মান্তরবাদ ঘ মানবপ্রেম **ক**

১৭. **'সকল বৃক্ষের ফল সমান হয় না— কে বলেছেন?** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩। /বরিশাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা/
ক মিলিন্দ খ নাগসেন
গ গৌতম বুদ্ধ ঘ সত্যসেন **খ**

১৮. **কীভাবে মানুষের বর্তমান জীবন নির্ধারিত হয়েছে?** ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৪। /বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম/
ক অতীত কর্মের দ্বারা খ বংশগতি দ্বারা
গ বর্তমান কর্মের দ্বারা ঘ কর্মফলের দ্বারা **ক**

✪ চিহ্নিত প্রশ্নগুলো একাধিক স্কুলের নির্বাচনি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন।

কার্যকারণ নীতির অমোঘ প্রক্রিয়ার দ্বারা গত জীবনের কর্মফলে বর্তমান জীবন, বর্তমান জীবনের কর্মফলে ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করে। স্বর্গ হতে নিম্নতর নরক পর্যন্ত সমস্ত জীব কর্মসূত্রে গ্রথিত।

১৯. কে দীর্ঘায়ু কুমারের বাবা-মাকে হত্যা করেছিল? ★
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৪ ।/চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম/
ক) দীর্ঘায়ু কুমার খ) বারানসিরাজ
গ) তরণীসেন ঘ) রাজা মিলিন্দ — খ

২০. আমি তোমাকে মুক্ত করব— এ কথা বুদ্ধ কোথায় বলেছেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৫ ।/বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম/
ক) ত্রিপিটকে খ) ধম্মপদে
গ) সমিদ্ধি সূত্রে ঘ) কোথাও না — ঘ

২১. গরিব পরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণ নয় কোনটি? ★
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৯ ।/চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম/
ক) দান না করা খ) ঈর্ষা করা
গ) রাগ করা ঘ) পূজা করা — গ

২২. মানুষের গরিব পরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণ কী? ★
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৯ ।/চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম/
ক) হিংসা খ) ঈর্ষা
গ) প্রাণী হত্যা ঘ) মন্দ কথা — গ

২৩. কর্মের দ্বার কয়টি? ★ ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬ ।/রিজার্ভ উচ্চতর মডেল কলেজ, ঢাকা/
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি — খ

২৪. কয়টি দ্বারে কর্ম সংঘটিত হয়? ★
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬ ।/মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা/
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি — ঘ

২৫. সকল ধর্ম কীসের উপর প্রতিষ্ঠিত? ★
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬ ।/চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ/
ক) দেহ খ) মন
গ) আত্মা ঘ) পরমাত্মা — খ

২৬. মানুষের জীবন শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ কী?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬ ।/রিজার্ভ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খাগড়াছড়ি/
ক) কর্ম খ) চরিত্র
গ) জন্ম ঘ) ব্যবহার — ক

২৭. মানুষের বারবার জন্মগ্রহণের যথার্থ কারণ কোনটি?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০ ।/ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, পিলখানা, ঢাকা/
ক) অকুশল কর্ম খ) কুশল কর্ম
গ) তৃষ্ণাজাত প্রবৃত্তি ঘ) অসীম দুঃখ — গ

২৮. কর্ম বলতে বোঝায়— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২ ।
/ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, পিলখানা, ঢাকা/
i. সম্পাদন করা
ii. নির্মাণ করা
iii. অনুষ্ঠান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
অবু সবসময় ভালো কাজ করে। কখনো কারো ক্ষতি করে না।
/রাঙ্গামাটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়/

২৯. ভালো কাজ করলে অবু লাভ করবে— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭২ ।
i. সুখময় জীবন
ii. উচ্চ আসন
iii. সুনাম বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

৩০. যদি অবু খারাপ কাজ করতো তাহলে যে ফল লাভ করতো— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৭ ।
i. সবাই তাকে ঘৃণার চোখে দেখতো
ii. অবজ্ঞা করতো
iii. সুনাম বৃদ্ধি পেতো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii — গ

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারাক্রম অনুসারে

পাঠ্যবইটি পড়ো অথবা Audio Book থেকে টপিকটি শোনো। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে TOP 10 TIPS দেখো। এরপর হাত দিয়ে উত্তর ঢেকে প্রশ্নগুলো অনুশীলন করো। মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে অধ্যায়টির সকল টপিকের ওপর বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে তোমার।

★★ পাঠ-১: কর্ম শব্দের ধারণা | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৬২

TOP 10 TIPS

১. বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে— কর্ম।
২. বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি হলো— কর্মবাদ।
৩. কায়-বাক্য ও মন এই ত্রিদ্বারে সংঘটিত হয়— কর্ম।
৪. কর্মের উৎপত্তিস্থল— মন/চিত্ত।
৫. দেহ দ্বারা সম্পাদিত হয়— কর্ম।
৬. কর্মের কথা বলা আছে— অঙ্গুত্তর নিকায়ে।
৭. "কর্মই জীবনকে হীন ও শ্রেষ্ঠ করে" বলেছেন— বুদ্ধ।
৮. করণীয় অনুসারে কর্ম— চার প্রকার।
৯. অতীত কর্মের ফল— জনক কর্ম।
১০. গৌতম বুদ্ধ চেতনাকেই বলেছেন— কর্ম।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৩১. কোনটি বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে? (জ্ঞান)
ক) কর্ম খ) শক্তি
গ) বুদ্ধি ঘ) সামর্থ্য — ক

৩২. বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি কী? (জ্ঞান)
ক) বুদ্ধ খ) মানুষ
গ) জন্মান্তরবাদ ঘ) কর্মবাদ — ঘ

৩৩. কর্মের দ্বারা উন্নত জীবনের সাথে আর কী লাভ করা সম্ভব? (অনুধাবন)
ক) সমৃদ্ধ জীবন খ) হীন জীবন
গ) পূর্ণজীবন ঘ) রাজকীয় জীবন — গ

৩৪. যা চিন্তা, বাক্যে উচ্চারণ ও দেহের দ্বারা সম্পাদন করা যায় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক) ধর্ম খ) কর্ম
গ) ব্যবহার ঘ) বিশ্বাস — খ

বৌদ্ধধর্মে শুভ-অশুভ, কুশল-অকুশল ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে কর্ম বলে। কায়-বাক্য ও মন এই ত্রিদ্বারে কর্ম সংঘটিত হয়। মনের চেতনাহীন ক্রিয়াকে কর্ম বলা হয় না।

উপরের চিহ্নটি দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কঠিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাকে সাহায্য করবে।

৩৫. নিচের কোনটি কর্মের দ্বার নয়? (জ্ঞান)
ক) কায় দ্বার খ) বাক্য দ্বার
গ) বুদ্ধ দ্বার ঘ) মনোদ্বার — গ

৩৬. কর্ম কীসের দ্বারা সম্পাদন করা যায়? (অনুধাবন)
ক) বস্তু খ) অর্থ
গ) দেহ ঘ) মৃত্যু — গ

৩৭. কায়কর্ম ও বাক্যকর্ম সমস্তই কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? (অনুধাবন)
ক) মন দ্বারা খ) দেহ দ্বারা
গ) আত্মা দ্বারা ঘ) কাজের দ্বারা — ক

৩৮. মধ্যমতি বুদ্ধ চেতনা বলতে যা বুঝিয়েছেন— (অনুধাবন)
ক) কর্ম খ) কারণ
গ) ইচ্ছা ঘ) প্রবৃত্তি — গ

কর্মের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মন বা চিত্ত। চেতনা মনের সহজাত প্রবৃত্তি বিশেষ। চিত্ত থেকে উৎপন্ন উপলব্ধিই চেতনা। একটি ক্ষণের একটি চেতনা সুখ-দুখ প্রদান করতে সক্ষম। চেতনার দ্বারা ব্যক্তি কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা কর্মসম্পাদন করে।

৩৯. 'চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি। চেতয়িত্বা কম্মং করোতি কায়েন, বাচায় মনসা' ণি'।—এ উক্তিটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? (জ্ঞান)
ক) দীর্ঘ নিকায় খ) খুদ্দক নিকায়
গ) মজ্ঝিম নিকায় ঘ) অঙ্গুত্তর নিকায় — ঘ

৪০. কোনো কাজকে কর্ম বলতে কী প্রয়োজন? (অনুধাবন)
ক চেতনা খ মন
গ দেহ ঘ ইচ্ছা **ক**

৪১. 'কর্মই জীবনকে হীন ও শ্রেষ্ঠ করে'— কে বলেছেন? (জ্ঞান)
ক বুদ্ধ খ আনন্দ
গ দেবদত্ত ঘ উপালি **ক**

৪২. করণীয় অনুসারে কর্ম কত প্রকার? (জ্ঞান)
ক ৪ খ ৫
গ ৬ ঘ ৭ **ক**

৪৩. যে কর্ম পুনর্জন্ম ঘটায়, জীবিতকালে যে কর্ম স্কন্ধ ও কর্মজরূপ উৎপাদক এবং কুশল-অকুশল চেতনামূলক তাকে কী নামে অভিহিত করা হয়? (অনুধাবন)
ক উপঘাতক কর্ম খ জনক কর্ম
গ উৎপীড়ক কর্ম ঘ উপস্তম্ভক কর্ম **খ**

৪৪. প্রাণীগণ উঁচু-নিচু, হীন-উত্তম বিভিন্নভাবে বিভক্ত হয় কীসের বিচারে? (জ্ঞান)
ক চেহারা খ উচ্চতা
গ বংশ ঘ কর্ম **ঘ**

৪৫. সকল বৃক্ষের ফল সমান হয় না কেন? (অনুধাবন)
ক কর্মফলের জন্য খ মাটির জন্য
গ বীজের নানাত্বের কারণে ঘ পানির জন্য **গ**

৪৬. পরেশ বড়ুয়া একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। সে কার কর্মফল ভোগ করবে? (প্রয়োগ)
ক পিতার খ ভাইয়ের
গ প্রতিবেশীর ঘ নিজের **ঘ**

৪৭. প্রাণী জগৎ কীভাবে চলছে? (অনুধাবন)
ক ধর্মের নিয়মে খ বুদ্ধের নিয়মে
গ পৃথিবীর নিয়মে ঘ কর্মের নিয়মে **ঘ**

৪৮. ধর্মানন্দ ভিক্ষু বলেন যে, এই কর্মের ফলেই আমাদের বেঁচে থাকা হয়। এটি কোন কর্মের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে? (প্রয়োগ)
ক জাতক কর্ম খ উপঘাতক কর্ম
গ উৎপীড়ক কর্ম ঘ উপস্তম্ভক কর্ম **ঘ**

৪৯. দেবাশীষ প্রত্যহ অনেক কুশলকর্ম সম্পাদন করেন। এর ফলে তিনি কোনটি লাভ করবেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সুফল খ দুঃখ
গ শোক ঘ কুফল **ক**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৫০. কর্মের কারণে জীবন বিভক্ত হয়— (অনুধাবন)
i. হীনভাবে
ii. শ্রেষ্ঠভাবে
iii. ক্রমানুসারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৫১. কর্ম বলতে বোঝায়— (অনুধাবন)
i. কায় দ্বারা সম্পাদিত কাজ
ii. বাক্য দ্বারা সম্পাদিত কাজ
iii. মন দ্বারা সম্পাদিত কাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৫২. কর্মের উৎপত্তিস্থলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে— (প্রয়োগ)
i. মন
ii. চিত্ত
iii. সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৫৩. কর্মের জন্যই জীবের উৎপত্তি বিধায় কর্মই তার— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বন্ধু
ii. স্বীকৃতি
iii. আশ্রয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ধর্ম দেশনায় ভিক্ষু বলেন, আমাদের ধর্মের মূলভিত্তিই হলো কর্মবাদ। কর্মই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা নিজ নিজ কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করি। কর্মের শক্তি বিশ্বব্যাপী।

৫৪. কয়টি দ্বারে এই কর্ম সংঘটিত হয়? (প্রয়োগ)
ক দ্বিদ্বারে খ ত্রিদ্বারে
গ পঞ্চদ্বারে ঘ ষড়দ্বারে **গ**

৫৫. উক্ত কর্ম বলতে বোঝায়— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. যা চিন্তা করা যায়
ii. বাক্যে উচ্চারণ করা যায়
iii. দেহের মাধ্যমে সম্পাদন করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ পাঠ-২: কর্মবাদের ধারণা | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৬৩

TOP 10 TIPS

১. গভীর কর্মফলে বিশ্বাসকে বলে— কর্মবাদ।
২. জীবের সুখ ও দুঃখ— কর্মের প্রতিক্রিয়া।
৩. আয়ু-বর্ণে, ভোগ ঐশ্বর্যে, জ্ঞান-গরিমায় পার্থক্য রয়েছে— মানুষের মধ্যে।
৪. প্রাণীকে নানাভাবে বিভাজন করে— কর্ম।
৫. গ্রিক রাজা মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের উল্লেখ আছে— 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে।
৬. ন জচ্চা ব্রাহ্মণো হোতি, ন জচ্চা হোতি অব্রাহ্মণো— সুত্তনিপাত গ্রন্থের অন্তর্গত।
৭. সমগ্র পৃথিবী সচল— কর্মের মাধ্যমে।
৮. দীর্ঘায়ু কুমার রাজা ছিলেন— বারানসির।
৯. দীর্ঘায়ু কুমারের কাহিনি বর্ণিত আছে— জাতকে।
১০. দীর্ঘায়ু কুমারের বাবা-মাকে হত্যা করেছিলেন— বারানসিরাজ।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৫৬. কায়, বাক্য ও মনে সম্পাদিত কাজকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ক ধ্যান খ কর্ম
গ শ্রম ঘ সাধনা **খ**

৫৭. কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক কর্মবাদ খ বিশ্বাসী
গ জন্মান্তরবাদ ঘ মতবাদী **ক**

'কর্ম' ও 'বাদ'— দুটি অর্থবোধক শব্দের সমন্বয়ে 'কর্মবাদ' শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'কর্ম' বলতে কায়, বাক্য ও মনে সম্পাদিত কাজ বা ক্রিয়াকে বোঝায়। 'বাদ' বলতে তত্ত্ব বা ধারণার বিশ্বাসকে বোঝায়। কর্মবাদ বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি।

৫৮. মানুষের মধ্যে নানা পার্থক্যের অন্যতম কারণ হলো— (অনুধাবন)
ক জন্ম খ কর্ম
গ বিত্ত ঘ চিত্ত **খ**

৫৯. কর্মের কারণে প্রাণীর মাঝে কী ঘটে? (জ্ঞান)
ক বিভাজন খ সমন্বয়
গ অভিযোজন ঘ পুনর্জন্ম **ক**

৬০. মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্যের কারণ কী? (অনুধাবন)
ক কর্ম খ মন
গ দেহ ঘ আত্মা **ক**

পাঠ্যবইয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো দাগিয়ে রাখলে পঠিত বিষয়গুলো মনে রাখা সহজ হয়। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ লাইনের তথ্যসমূহ Top 10 Tips হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখো।

৬১. মানবজীবনের বিভাজনে কীসের প্রভাব সবচেয়ে বেশি? (অনুধাবন)
ক সাধনার খ কর্মের
গ মেধার ঘ বুদ্ধির **খ**

৬২. 'ন জচ্চা ব্রাহ্মণো হোতি, ন জচ্চা হোতি অব্রাহ্মণো, কম্মুনা ব্রাহ্মণো হোতি কম্মুনা হোতি অব্রাহ্মণো।'— উক্তিটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? (জ্ঞান)
ক বিনয়পিটক খ খুদ্দক পিটক
গ করণীয় সূত্র ঘ সুত্তনিপাত **গ**

৬৩. কীসের মাধ্যমে পৃথিবী সচল? (জ্ঞান)
ক জ্ঞানী খ অর্থ
গ ব্যবসায় ঘ কর্ম **ঘ**

৬৪. দীর্ঘায়ু কুমার কোন অঞ্চলের রাজা ছিলেন? (জ্ঞান)
ক কনৌজের খ কুশীনগরের
গ বৈশালীর ঘ বারাণসীর **ঘ**

৬৫. জাতকে বারানসিরাজ এর উল্লেখ আছে। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ আছে কোন রাজের? (প্রয়োগ)
ক বৈশালী রাজ খ বিদর্ভ রাজ
গ গ্রিক রাজ ঘ চৈনিক রাজ **গ**

৬৬. বারানসিরাজ ও দীর্ঘায়ু কুমারের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় কীভাবে? (অনুধাবন)
ক কর্মের মাধ্যমে খ জন্মের মাধ্যমে
গ অর্থের মাধ্যমে ঘ হত্যার মাধ্যমে **ক**

৬৭. বিপ্লব ভট্টাচার্য একজন ব্রাহ্মণ। তিনি কীভাবে ব্রাহ্মণ হয়েছেন? (প্রয়োগ)
ক জন্ম দ্বারা খ কর্ম দ্বারা
গ অর্থ দ্বারা ঘ জনগণ দ্বারা **খ**

৬৮. রমেন্দ্র বড়ুয়ার পেশা কৃষিকাজ এবং তার ভাই দেবেন্দ্র বড়ুয়া পেশায় শিক্ষক। এদের পেশা আলাদা হয়েছে কীসের কারণে? (প্রয়োগ)
ক সামর্থ্যের খ শক্তির
গ বুদ্ধির ঘ কর্মের **ঘ**

৬৯. আনন্দ ভিক্ষুর মতে, একটি বিষয়ের মাধ্যমেই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। এর সাথে কোনটির সাদৃশ্য আছে? (প্রয়োগ)
ক কর্ম বিধান খ ন্যায্যবিধান
গ সম্যকবিধান ঘ চিরন্তন বিধান **ক**

৭০. অনিলের জীবন দুঃখে পরিপূর্ণ। সে এই দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে চায়। দুঃখমুক্তির জন্য কী প্রয়োজন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক কুশলকর্ম সম্পাদন খ নির্বাণ লাভ
গ পুনরায় জন্ম নেওয়া ঘ মৃত্যুবরণ করা **ঘ**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৭১. কর্মের মাধ্যমে যা লাভ হতে পারে— (অনুধাবন)
i. উন্নত জীবন
ii. হীন জীবন
iii. কর্মমুখর জীবন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭২. কর্মের কারণে মানবজীবনে যেসব ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেয়— (প্রয়োগ)
i. আচার-আচরণে
ii. জ্ঞান-গরিমায়
iii. আয়ু-বর্ণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭৩. মানবজীবনে কর্মের প্রতিক্রিয়া হিসেবে পরিস্ফুট হয়— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সুখ এবং দুঃখ
ii. হাসি এবং কান্না
iii. হর্ষ এবং বিষাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৪ ও ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভন্তে উপাসকদের বলেন, আমাদের ধর্ম কর্মনির্ভর। আমরা কর্মবাদে বিশ্বাসী। কর্মফলে গভীরভাবে বিশ্বাসই হলো কর্মবাদ। কর্মই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

৭৪. ভন্তের মতে কীসের মাধ্যমে পৃথিবী সচল থাকে? (প্রয়োগ)
ক ধর্মের খ ধ্যানের
গ কর্মের ঘ কলহের **গ**

৭৫. উক্ত কর্মের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানবজীবনের সাফল্য
ii. মানবের বর্তমান জীবন
iii. ভবিষ্যৎ জীবনের পরিক্রমা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ পাঠ-৩: কর্মফলের ব্যাখ্যা | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৬৪

TOP 10 TIPS

১. সর্ববিধ মহৎ কাজের ভিত্তিস্বরূপ— আত্মপ্রতিষ্ঠা।
২. পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত— কর্ম ও কর্মফল।
৩. কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধান বিভক্ত— চারভাগে।
৪. কুশলাকুশল বিমিশ্রিত চিত্তে সম্পাদিত কর্মফল— সুখ-দুঃখময়।
৫. অকুশল কর্ম সম্পাদিত হয়— লোভ-দ্বেষ-মোহাচ্ছন্ন চিত্তে।
৬. সূত্র পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থ— ধর্মপদ।
৭. পাপ-পুণ্যময় কর্ম সম্পাদিত হয়— কুশলাকুশল বিমিশ্রিত চিত্তে।
৮. অঙ্গুলিমাল ছিলেন— নরঘাতক দস্যু।
৯. অঙ্গুলিমাল হত্যা করেছিলেন— ৯৯৯ জনকে।
১০. রাজা অজাতশত্রু নরক ভোগ করেন— পিতৃহত্যার কারণে।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭৬. কোনটি সর্বাধিক মহৎ কাজের ভিত্তিস্বরূপ? (জ্ঞান)
ক আত্মঅহংকার খ আত্মাভিমান
গ আত্মসংযম ঘ আত্মপ্রতিষ্ঠা **ঘ**

৭৭. কোনো কাজে সফলতা লাভ করতে কী প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ক পরনির্ভরশীলতা খ আত্মনির্ভরশীলতা
গ কঠিন পরিশ্রম ঘ বেশি শ্রমিক নিয়োগ **খ**

৭৮. কোনটি পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত? (জ্ঞান)
ক কর্ম ও সাধনা খ কর্ম ও ধর্ম
গ কর্ম ও জ্ঞান ঘ কর্ম ও কর্মফল **ঘ**

বৌদ্ধধর্ম মতে, নিজ নিজ কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হবে। সবাই কর্মের অধীন এবং যে যেমন কাজ করে তেমনই ফল পায়। প্রত্যেক কর্মেরই ফল আছে। গাছের ফলের মতো কর্মফল মানুষের কর্মকে অনুসরণ করে। কর্ম যদি ভালো-মন্দ হয় তবে ফলও ভালো-মন্দ হয়।

৭৯. ফল প্রদানের স্থান হিসেবে কর্ম কত প্রকার— (জ্ঞান)
ক চার খ ছয়
গ আট ঘ দশ **ঘ**

৮০. কর্মের বিধানকে বিভাজিত করা হয়েছে যে বিবেচনায়— (অনুধাবন)
ক কর্মের ফল খ কর্মের উৎপত্তি
গ ক্রিয়ার কারণ ঘ ক্রিয়ার বিবরণ **ক**

৮১. কীভাবে কামনা-বাসনা দমন করা সম্ভব? (অনুধাবন)
ক চক্ষুকে সংযত করে খ দেহকে সংযত করে
গ সাধনার মাধ্যমে ঘ সন্ন্যাস গ্রহণ করে **গ**

৮২. কীভাবে যেকোনো দুর্লভ বিষয় লাভ সম্ভব? (অনুধাবন)
ক সংযত হওয়ার মাধ্যমে খ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে
গ বুদ্ধি খাটিয়ে ঘ যুদ্ধের মাধ্যমে **ক**

৮৩. অত্তাহি অত্তনাথো কোহি নাথো পরোসিয়া, অত্তনাহি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং —উক্তিটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? (জ্ঞান)
ক ধর্মপদ খ খুদ্দক নিকায়
গ রতনসূত্র ঘ মজ্ঝিম নিকায় **ক**

৮৪. অঙ্গুলিমাল নিজ হাতে কয়জনকে হত্যা করেছিলেন? (জ্ঞান)
ক ১০০ খ ৭৭৭
গ ৯৯৯ ঘ ৬৬৬ **গ**

৮৫. রাজা অজাতশত্রু মৃত্যুর পর নরক যন্ত্রণা ভোগ করেন কেন? (অনুধাবন)
ক ছেলে হত্যার কারণে খ স্ত্রী হত্যার কারণে
গ মাতৃহত্যার কারণে ঘ পিতৃহত্যার কারণে **ঘ**

৮৬. ত্রিয়ান অষ্টাঙ্গ উপোসথ নিয়েছিল, এসময় তার মৃত্যু হয়। কিন্তু কুশল চিন্তা করায় পরবর্তী জন্মে সে রাজকুমার হয়ে জন্মায়। ত্রিয়ানের সাথে কার মিল আছে? *(প্রয়োগ)*
ক ক্ষেমার খ দেবদত্তের
গ মৌদ্গল্যায়ন ঘ বোধিসত্ত্বের **গ**

৮৭. তিলক বড়ুয়া তার ভাইয়ের সব সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করে নেন। এটি কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে? *(প্রয়োগ)*
ক কুশলকর্ম খ সুখদায়ী পুণ্যকর্ম
গ মঙ্গলজনক কর্ম ঘ অকুশল কর্ম **ঘ**

৮৮. কবিতা বাড়িতে ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করে আহারের ব্যবস্থা করেন। এটি কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে? *(প্রয়োগ)*
ক পাপকর্ম খ অকুশল কর্ম
গ সেবাকর্ম ঘ কুশলকর্ম **ঘ**

৮৯. এক ক্ষুধার্ত বৃদ্ধকে কষ্ট পেতে দেখে নীরদ বড়ুয়া নিজের খাবার দিয়ে দেন। এর ফলে তিনি কোনটি প্রাপ্ত হবেন? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক সম্পদ খ সুনাম
গ অর্থৎ ফল ঘ প্রভাব **গ**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৯০. কুশল কর্ম সম্পাদিত হয়— *(অনুধাবন)*
i. দানানুশীলন দ্বারা
ii. শীল পালন দ্বারা
iii. পরোপকার সাধন দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯১. বাদল মানুষকে ঠকিয়ে উপার্জিত অর্থ গরিবদের মাঝে দান করে। এর ফলে— *(প্রয়োগ)*
i. পরজন্মে বিত্তশালী হওয়া যায়
ii. মানসিক কষ্টে থাকতে হয়
iii. অর্থ থাকলেও ভোগ করা যায় না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৯২. ত্রিদিব লোভ, দ্বেষ ও মোহ থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। এর উপায় হচ্ছে— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. কঠোর সাধনা
ii. পাপ থেকে বিরত থাকা
iii. দুঃখ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৩ ও ৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
এলাকার রাস্তা সংস্কারের জন্য সরকারি তহবিল থেকে আসা অর্থ লংগদু ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আইক্যা মং মারমা আত্মসাৎ করেন।

৯৩. অনুচ্ছেদে আইক্যা মং মারমার কাজের মাধ্যমে কোনটি প্রকাশিত হয়? *(প্রয়োগ)*
ক পারমিতা খ কুশলকর্ম
গ উদারতা ঘ অকুশল কর্ম **ঘ**

৯৪. উক্ত কাজের ফলে আইক্যা মং-এর পরিণতি হবে— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. ভয়াবহ
ii. উত্তম
iii. মন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৫ ও ৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ঘাটখোলার কৃষকেরা গত বছর তার ক্ষেতে নিম্নমানের মরিচ চারা রোপণ করেছিলেন। সে বছর জমিতে মরিচও ফলেছে নিম্নমানের। সেটা দেখে তাদের মধ্যে কর্মফলের ধারণার কথা জাগ্রত হয়েছিল।

৯৫. অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভালো ফসল কী পেতে প্রয়োজন? *(প্রয়োগ)*
ক ভালো বীজ খ ভালো জমি
গ কঠিন শ্রম ঘ অনেক পানি **ক**

৯৬. ক্ষেতে এরূপ ঘটনা দেখার পেছনে যথার্থ কারণ কোনটি? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. কর্ম অনুসারে ফল হয়
ii. বুদ্ধ ফলাফল নির্ধারণ করে দেন
iii. মানুষকে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ পাঠ-৪: কুশল ও অকুশল কর্ম | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৬৭

TOP 10 TIPS

১. 'কুশল' শব্দের সমার্থক শব্দ– নিপুণ, সৎ, প্রশংসনীয়, কল্যাণ ইত্যাদি।
২. লোভ, দ্বেষ এবং মোহহীন কর্মকে বলা হয়– কুশলকর্ম।
৩. দান, শীল ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি– কুশলকর্ম।
৪. কুশলকর্ম সম্পাদন করতে দরকার হয়– কুশল চিত্ত।
৫. কুশলকর্মের ফল হয়– শুভ।
৬. ক্ষেমা জন্মগ্রহণ করেন— হংসবতী নগরে।
৭. ক্ষেমা পেশায় ছিলেন— একজন দাসী।
৮. গৌতম বুদ্ধের সময় বিম্বিসারের পত্নী হন— ক্ষেমা।
৯. অকুশল শব্দের অর্থ— পাপ।
১০. পূর্বজন্মে মমতাময়ী মাকে কষ্ট দিয়েছিলেন– মৌদ্গল্যায়ন।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৯৭. 'কুশল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? *(জ্ঞান)*
ক নিন্দনীয় খ অমঙ্গলজনক
গ অকল্যাণকর ঘ প্রশংসনীয় **ঘ**

৯৮. লোভ, দ্বেষ এবং মোহহীন চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কী বলা হয়? *(অনুধাবন)*
ক কুশলকর্ম খ অকুশল কর্ম
গ সাধনা কর্ম ঘ ধ্যানকর্ম **ক**

কুশলকর্মে কোনোরকম পাপের স্পর্শ থাকে না। দান, শীল ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি কুশল কর্ম। কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হলে কুশল চিত্তের দরকার। কুশলকর্মের ফল কুশল হয়। বৌদ্ধধর্মে কুশল কর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৯৯. ক্ষেমা কোন নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক দণ্ডভুক্তি খ চৌল
গ লুম্বিনী ঘ হংসবতী **ঘ**

১০০. ক্ষেমা ভিক্ষু সুজাতকে কয়টি সুমিষ্ট পিঠা দান করেছিলে? *(জ্ঞান)*
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **খ**

১০১. কোন বুদ্ধের সময় ক্ষেমা রাজা বিম্বিসারের পত্নী হন? *(জ্ঞান)*
ক ককুসন্ধ বুদ্ধ খ বিপশী বুদ্ধ
গ পদুমুত্তর বুদ্ধ ঘ গৌতম বুদ্ধ **ঘ**

১০২. অকুশল শব্দের অর্থ কোনটি? *(জ্ঞান)*
ক পাপ খ উপযুক্ত
গ নিপুণ ঘ ভোগ **ক**

১০৩. প্রান্ত বড়ুয়া তার বৃদ্ধ মা-বাবাকে সেবা করেন না। ফলশ্রুতিতে তিনি কোনটি লাভ করবেন? *(প্রয়োগ)*
ক অর্হৎ খ বিমুক্তি
গ স্রোতাপত্তি ঘ নরক যন্ত্রণা **ঘ**

১০৪. স্বপন বড়ুয়া প্রত্যেক পূর্ণিমায় উপোসথ শীল পালন করেন। এটি কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? *(প্রয়োগ)*
ক কুশল কর্ম খ ধ্যান কর্ম
গ একাগ্রকর্ম ঘ অকুশল কর্ম **ক**

১০৫. বেলি চাকমা যে কোনো বিষয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এটি কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে? *(প্রয়োগ)*
ক কুশলকর্ম খ নিপুণকর্ম
গ সৎকর্ম ঘ অকুশলকর্ম **ঘ**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

১০৬. কুশল কর্মের অন্তর্ভুক্ত হলো— *(অনুধাবন)*
i. শীল ভাবনা
ii. পুণ্যদান
iii. ধর্ম শ্রবণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫ অধ্যায়

১০৭. দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করলে ভোগ করতে হয়— (অনুধাবন)
i. লাঞ্ছনা
ii. নরক যন্ত্রণা
iii. প্রশংসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১০৮. কুশলকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো— (প্রয়োগ)
i. দান
ii. শীল
iii. পুণ্যদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১০৯. মানুষের উপকারে নিজেকে মনোনিবেশ করার ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি অধিকারী হন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অর্হত্ব ফলের
ii. বিমুক্তির
iii. নির্বাণ মার্গের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১০ ও ১১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
অংটিং মারমা ও মংটিং মারমা দুই ভাই। মংটিং মারমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অংটিং মারমা তার সকল পৈত্রিক সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করে নেয়।

১১০. অনুচ্ছেদে অংটিং মারমার কর্মের মাধ্যমে কোনটি প্রকাশিত হয়? (প্রয়োগ)
ক পারমিতা খ কুশলকর্ম
গ উদারতা ঘ অকুশল কর্ম **ঘ**

১১১. উক্ত কর্ম সম্পাদনের ফলে অংটিং মারমার পরিণতি হবে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভয়াবহ
ii. উত্তম
iii. মন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১২ ও ১১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জীবক ও প্রমিতি একই পরিবারের সদস্য। জীবক ধার্মিক এবং শীলবান। কিন্তু প্রমিতি খুবই লোভী ও কুচক্রী স্বভাবের মেয়ে।

১১২. জীবক কোন কর্মের প্রতীক? (প্রয়োগ)
ক কুশল খ অকুশল
গ চূল্লকর্ম ঘ ক্ষুদ্রকর্ম **ক**

১১৩. এই স্বভাবের জন্য প্রমিতি সমাজে যেসব ফল পাবে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অপমানিত হবে
ii. মান সম্মানের হানি হবে
iii. নিন্দা প্রচারিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ পাঠ-৫: চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের বাংলা অনুবাদ | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৬৮

TOP 10 TIPS

১. 'চূল্লকর্ম বিভঙ্গ' সূত্র হলো মধ্যম নিকায়ের— ১৩৫ নং সূত্র।
২. তোদেয্য ব্রাহ্মণের পুত্র— শুভ মাণবক।
৩. মানুষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়— প্রাণী হত্যা করলে।
৪. মানুষ দীর্ঘজীবন পায়— প্রাণী হত্যা না করলে।
৫. প্রাণীর উপর অত্যাচার করলে— কঠিন রোগ হয়।
৬. রাগহীন নারী-পুরুষ লাভ করে— স্বর্গ।
৭. মানুষের বিভিন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করার কারণ— কর্ম।
৮. মানুষকে হীন অথবা উঁচুকুলে নিয়ে যায়— কর্ম।
৯. কর্মই জীবগণের একমাত্র— বন্ধু।
১০. কর্মবাদের ব্যাখ্যা শুনে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন— শুভ মাণবক।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১১৪. চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্র মধ্যম নিকায়ের তৃতীয় খণ্ডের কত নং সংখ্যক সূত্র? (জ্ঞান)
ক ১৪০ খ ১৩৫
গ ১৩৪ ঘ ১৩৮ **খ**

১১৫. তোদেয্য ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ক শুভ মণিকর খ শুভ মাণবক
গ শুভ মাণসক ঘ শুভ মানব্য **খ**

১১৬. মানুষের কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণ কোনটি? (অনুধাবন)
ক প্রাণী হত্যা খ প্রাণীর উপর অত্যাচার
গ মিথ্যা বলা ঘ রাগ করা **ক**

১১৭. নারী বা পুরুষের অহংকারী হওয়ার ফল হতে পারে— (অনুধাবন)
ক বিশ্রী চেহারার অধিকারী খ নরকে জন্মলাভ
গ নীচুকুলে জন্মগ্রহণ ঘ প্রজ্ঞাহীন **গ**

১১৮. কোনো কোনো মানুষ মৃত্যুর পর মানুষ হয়ে জন্ম নিলে দীর্ঘায়ু পায় কেন? (অনুধাবন)
ক পূর্বজন্মে যশ ছিল বলে
খ পূর্বজন্মে সম্পদশালী ছিল বলে
গ পূর্বজন্মে কুশলকর্ম সম্পাদন করেন বলে
ঘ পূর্বজন্মে নিষ্ঠুর ছিলেন বলে **গ**

১১৯. জীবগণের একমাত্র বন্ধু কে? (জ্ঞান)
ক সাধনা খ কর্ম
গ সুনাম ঘ খ্যাতি **খ**

কর্মই জীবগণের সঙ্গী। কর্মই প্রতিকারণ। কর্মের মাধ্যমেই মানুষ বিভিন্নকুলে অর্থাৎ দুর্গতি, অপায়, অমরলোক, নরক বা মানবকুলে জন্ম নেয়। কর্মই মানুষকে হীনকুলে বা উঁচুকুলে নিয়ে যায়। কর্মই মানুষের জীবনকে শ্রেষ্ঠ করে তোলে।

১২০. শুভ মাণবক কেন বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন? (অনুধাবন)
ক কার্যবাদের ব্যাখ্যা শুনে খ বুদ্ধের চেহারা দেখে
গ নিজ থেকে ঘ পিতার আদেশে **ক**

১২১. দেবিকা বড়ুয়া বিনা কারণে অনেক প্রাণী হত্যা করেন। এর ফলে মৃত্যুর পর তিনি কোনটি প্রাপ্ত হবেন? (প্রয়োগ)
ক সুগতি খ পায়
গ অসুরলোক ঘ দুর্গতি **ঘ**

১২২. সুশীল বড়ুয়া অল্পতেই রেগে যান। ফলে জন্মান্তরে তার রূপ কেমন হবে? (প্রয়োগ)
ক সুশ্রী খ সুন্দর
গ চিত্তাকর্ষক ঘ বিশ্রী **ঘ**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

১২৩. জন্মান্তরে সুশ্রী হওয়ার কারণ হচ্ছে— (অনুধাবন)
i. রাগহীন হওয়া
ii. উচ্চবাক্য না করা
iii. লাফালাফি না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১২৪. জন্মান্তরে গরিব হয়ে জন্মের কারণ হলো— (অনুধাবন)
i. শ্রমণ ব্রাহ্মণকে দান না করা
ii. অপরের যশ ও গৌরবে হিংসা করা
iii. যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১২৫. বিনয় বড়ুয়া পরজন্মে উচ্চকুলে জন্মানোর সাধনায় রত। তার দ্বারা প্রকাশিত কর্ম হলো— (প্রয়োগ)
i. অহংকার না করা
ii. মান্যকে মান্য করা
iii. পূজ্যকে পূজা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১২৬. পরজন্মে মহাজ্ঞানী হতে চাইলে আমাদের কর্তব্য কর্ম হওয়া উচিত— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শ্রমণের নিকট গিয়ে কুশলকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা
ii. ব্রাহ্মণের নিকট গিয়ে কীসে সেবা করা উচিত সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা
iii. অভিবাদনযোগ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৭ ও ১২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শীলব্রতর অনেক কঠিন রোগ হয়েছে। শীলব্রতর ভিক্ষুর কাছ থেকে জানতে পারে অকুশলকর্মের ফলে তার এমন কঠিন রোগ হয়েছে।

১২৭. উদ্দীপকে কোন গ্রন্থের ইঙ্গিত রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক ত্রিপিটক খ সূত্র বিভঙ্গ
গ ধাতুকথা ঘ চুল্লকর্ম বিভঙ্গ **ঘ**

১২৮. শীলব্রতর এমন কঠিন রোগ হয়েছে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অস্ত্রের দ্বারা জীবের ওপর অত্যাচার করায়
ii. লাঠির দ্বারা জীবের ওপর অত্যাচার করায়
iii. ঢিল দ্বারা জীবের ওপর অত্যাচার করায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫ অধ্যায়

★★ পাঠ-৬: কর্মবাদের গুরুত্ব | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৭১

TOP 10 TIPS

১. কর্মবাদ অনুসারে কুশল-অকুশল কর্মের উৎপত্তিস্থল— চেতনা/চিত্ত।
২. কুশল চেতনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়— কুশলকর্ম।
৩. কর্মের ফল— অখণ্ডনীয়।
৪. মন সংযত করতে হবে— কুশল কর্মের জন্য।
৫. মনের উপর প্রতিষ্ঠিত— সব ধর্ম।
৬. কর্মের দ্বার হলো— তিনটি; কায় দ্বার, বাক্য দ্বার, মনো দ্বার।
৭. মানুষের চালিকাশক্তি— কর্ম।
৮. যে কর্মের ফল কর্তার পারিপার্শ্বিক জীবজগতের পক্ষে কল্যাণময় ও সুখপ্রদায়ী তাকে বলা হয়— সৎকর্ম।
৯. কর্ম করলেও ফলপ্রসূ হয় না— নিরপেক্ষ কর্ম।
১০. কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান— সুদৃঢ় হয়ে থাকে।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১২৯. কুশল বা অকুশল কর্মের উৎপত্তিস্থল কোনটি? (জ্ঞান)
ক চিত্ত খ হস্ত
গ নাসিকা ঘ জিহ্বা **ক**

বুদ্ধের কর্মবাদ অনুসারে চিত্ত বা চেতনাই হলো কুশলকর্ম এবং অকুশল কর্মের উৎপত্তিস্থল। এই কর্মবাদ অনুসারে খারাপ চিন্তা করাও পাপ। কুশল চেতনার মাধ্যমে কুশলকর্ম সম্পাদিত হয়। আর এই কুশল কর্মের জন্য চিত্ত বা মন সংযত করা দরকার।

১৩০. কর্মের ফল কেমন হয়? (জ্ঞান)
ক খণ্ডনীয় খ অখণ্ডনীয়
গ বর্ণনীয় ঘ অবর্ণনীয় **খ**

১৩১. 'মনো পুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া'—উক্তিটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)
ক খন্ধক নিকায় খ দীর্ঘ নিকায়
গ করণীয় সূত্র ঘ ধর্মপদ **ঘ**

১৩২. সব ধর্ম কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত? (জ্ঞান)
ক মন খ দেহ
গ মস্তিষ্ক ঘ সত্য **ক**

১৩৩. যেসব কর্ম সম্পাদন করলেও ফলপ্রসূ হয় না তাকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)
ক সৎকর্ম খ অসৎ কর্ম
গ ন্যায়নিষ্ঠ কর্ম ঘ নিরপেক্ষ কর্ম **ঘ**

১৩৪. মানুষের চালিকাশক্তি কোনটি? (জ্ঞান)
ক কর্ম খ চিত্ত
গ দেহ ঘ মন **ক**

১৩৫. কীসের দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয়ে থাকে? (জ্ঞান)
ক ধর্ম খ কর্ম
গ জন্ম ঘ সম্পদ **খ**

১৩৬. পুষ্প বড়ুয়া নিয়মিত তার সব কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করায় কোনটি পাবেন? (প্রয়োগ)
ক অসুরলোক খ অপায়
গ দুর্গতি ঘ সুখ **ঘ**

১৩৭. অভিক চাকমা তার সব কাজের মধ্যে কুশল চেতনাকে ধারণ করেন। এজন্য তার জীবন কেমন হবে? (প্রয়োগ)
ক দুর্গতিময় খ দুঃখময়
গ অকল্যাণময় ঘ সুখময় **ঘ**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

১৩৮. কর্ম হচ্ছে মানুষের— (অনুধাবন)
i. চালিকাশক্তি
ii. উচ্চ আসনে আসীনের পন্থা
iii. সুফল বয়ে আনার মাধ্যম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৩৯. চিন্ময় নানা উপকরণ দ্বারা প্রাণীদের অত্যাচার করে। এর সাথে মিল রয়েছে— (প্রয়োগ)
i. ঢিল
ii. লাঠি
iii. অস্ত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৪০. সুন্দরভাবে জীবিকা অবলম্বনের জন্য আমাদের ত্যাগ করা উচিত— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অন্যায় কাজ
ii. অসামাজিক কাজ
iii. অকুশল কাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৪১ ও ১৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সম্প্রতি এক বন্ধুর বোনের বিয়ের আয়োজন করতে গিয়ে সাগর বড়ুয়া দেখতে পায় সেখানে মাংস সংগ্রহের জন্য অনেক মুরগি ও খাসি মারা হয়েছে। বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে এমন কাজের পরিণাম ভেবে সে তখন অস্থির হয়ে পড়ে।

১৪১. সাগর বড়ুয়ার অস্থিরতার কারণ কী? (প্রয়োগ)
ক কর্মবাদে বিশ্বাস খ উদারতা
গ অর্থ ব্যয়ের চিন্তা ঘ প্রাণী হত্যায় বিরক্তি **ক**

১৪২. বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে বিধান রয়েছে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রাণী হত্যা না করা
ii. মাদক সেবন না করা
iii. সম্পদ অর্জন না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Tutor অধ্যায়ভিত্তিক প্রস্তুতি যাচাইয়ের জন্য মোবাইলে POLE অ্যাপটি ব্যবহার করো। এখানে তুমি প্রতিটি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরে ক্লিক করে সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিতে পারবে উত্তরের সঠিকতা।
POLE Panjereo Online Exam

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

■ ৪২টি প্রশ্ন ও উত্তর

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন হতে পারে, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

প্রশ্ন-১. কর্মবাদ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: 'কর্ম' ও 'বাদ' দুটি অর্থবোধক শব্দের সমন্বয়ে কর্মবাদ গঠিত হয়েছে। 'কর্ম' বলতে কায়, বাক্য ও মনে সম্পাদিত কাজ বা ক্রিয়াকে বোঝায়। 'বাদ' বলতে তত্ত্ব বা ধারণার বিশ্বাসকে বোঝায়। সুতরাং, কর্মবাদ বলতে কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে বোঝায়। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, মানুষ বা যেকোনো প্রাণীই কর্মের অধীন। প্রাণিজগৎ কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কর্মই প্রাণীকে নানাভাবে বিভাজন করে। জীবের সুখ ও দুঃখের দাতা কেউ নয়। এগুলো কর্মেরই প্রতিক্রিয়া।

প্রশ্ন-২. কর্মের অধীন কারা?

উত্তর: কর্মের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী সচল। কর্মের মাধ্যমে মানব জন্মের সৃষ্টির চাকা নির্ভর করে। রথ যেমন চলে তেমনি সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্মের উপর নির্ভরশীল। মানুষের জীবন কর্ম বিধানের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে আসছে। অতীত কর্মের দ্বারা বর্তমানের জীবন নির্ধারিত হয়। আবার বর্তমানের কর্মের দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হবে।

সুতরাং অতি ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর প্রাণী সকলেই কর্মের অধীন, কর্মের মাধ্যমেই প্রাণী জগৎ চলছে।

প্রশ্ন-৩. কুশলকর্ম বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: কুশল শব্দের সমার্থক শব্দগুলো হলো— নিপুণ, শুভ, পুণ্যধর্ম, সৎ ধার্মিক, দোষশূন্য প্রশংসনীয় গুণসম্পন্ন, কল্যাণ, মঙ্গল ইত্যাদি। লোভ, দ্বেষ এবং মোহহীন চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কুশলকর্ম বলে। এ ধরণের কাজে কোনো রকম পাপের স্পর্শ থাকে না। দান, শীল, ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি কুশলকর্ম সম্পাদনে কুশল চিত্তের দরকার। বৌদ্ধধর্মে কুশলকর্মের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুশলকর্মের ফল কুশল হয়।

প্রশ্ন-৪. অকুশল কর্ম বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: অকুশল শব্দের সমার্থক শব্দগুলো হলো— পাপ, দোষ, ত্রুটি, অপুণ্য, অসৎকার্য, অশুভ, অমঙ্গল কর্ম, অহিতকর,অন্যায়, অনুপযুক্ত, নিকৃষ্ট ইত্যাদি। অকুশল কর্মের মধ্যে লোভ, দ্বেষ এবং মোহ বিরাজমান রয়েছে। অকুশলজনিত কাজের ফল সব সময় অকুশল হয়। অকুশল কর্মের ফলে সমাজের কাছে অপমানিত, অসম্মানিত এমনকি মান-সম্মানের হানি হয়। অকুশল কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়। মৌদগল্যায়ন ছিলেন অর্হৎ। তিনি পূর্বজন্মে তাঁর পরম মমতাময়ী মাতাকে কষ্ট দিয়েছিলেন। সেই কষ্টের ফল হিসেবে তাঁকে অর্হৎ হয়েও ভোগ করতে হয়েছিল। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, অকুশল কর্মের ফল জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করতে হয়।

প্রশ্ন-৫. কর্মের দ্বার কয়টি ও কী কী?

উত্তর: কর্মের দ্বার বা বিধানকে বিশেষ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো—

১. অকুশল বা দুঃখদায়ী পাপকর্ম
২. কুশল বা সুখদায়ী পুণ্যকর্ম
৩. কুশলকুশল ফলদায়ী পাপ-পুণ্যকর্ম
৪. সব রকম কর্মক্ষয়দ্বার কর্ম যার দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে

এনসিটিবি প্রদত্ত নতুন প্রশ্নকাঠামো অনুযায়ী এ প্রশ্নোত্তরগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। যোগ্যতাভিত্তিক এ প্রশ্নগুলোকে টপিকভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়েছে এবং টু-দ্য-পয়েন্ট উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে ২×১০ = ২০ নম্বর নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে তুমি।

■ কর্ম শব্দের ধারণা

প্রশ্ন-৬. বৌদ্ধধর্মে কর্মকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

উত্তর: বৌদ্ধধর্মে শুভ-অশুভ, কুশল-অকুশল ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে কর্ম বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ যা চিন্তা করা যায়, বাক্যে উচ্চারণ করা যায় এবং দেহের দ্বারা সম্পাদন করা যায় তাই কর্ম।

প্রশ্ন-৭. বুদ্ধ বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ! চেতনাকেই আমি কর্ম বলি। তাঁর এরূপ বলার কারণ কী?

উত্তর: বুদ্ধ চেতনাকে কর্ম বলেছেন। কারণ কর্মের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মন বা চিত্ত। চেতনা মনের সহজাত প্রবৃত্তি বিশেষ। চিত্ত থেকে উৎপন্ন উপলব্ধিই চেতনা। কায়-কর্ম ও বাক্য-কর্ম সমস্তই মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশ্ন-৮. কর্মফল সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্মের মত কী?

উত্তর: কর্মফল সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্মের মত হলো, নিজ নিজ কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হবে। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে। কর্মফল মানুষের কর্মকে অনুসরণ করে। কর্ম যদি ভালো বা মন্দ হয় তবে ফলও ভালো বা মন্দ হবে।

প্রশ্ন-৯. জনক কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: যে কর্ম পুনর্জন্ম ঘটায়, জীবিতকালে যে কর্ম স্কন্ধ ও কর্মজরূপ উৎপাদক এবং কুশল-অকুশল চেতনামূলক তাই জনক কর্ম। জনক কর্ম অতীত কর্মেরই ফল।

প্রশ্ন-১০. জনক কর্মকে ফল প্রদানে কোন কর্ম সাহায্য করে?

উত্তর: উপস্তম্ভক কর্ম জনক কর্মকে ফল প্রদানে সাহায্য করে। জনক কর্মের প্রভাবে জন্ম হয় আর বেঁচে থাকা হয় উপস্তম্ভক কর্মের প্রভাবে।

■ কর্মবাদের ধারণা

প্রশ্ন-১১. 'কর্মবাদ' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়?

উত্তর: 'কর্ম' বলতে কায়, বাক্য ও মনে সম্পাদিত কাজ বা ক্রিয়াকে বোঝায়। 'বাদ' বলতে তত্ত্ব বা ধারণার বিশ্বাসকে বোঝায়। সুতরাং কর্মবাদ বলতে কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে বোঝানো হয়।

প্রশ্ন-১২. আয়ু-বর্ণে, ভোগ-ঐশ্বর্যে এবং জ্ঞান-গরিমায় মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এর কারণ কী?

উত্তর: আয়ু-বর্ণে, ভোগ-ঐশ্বর্যে এবং জ্ঞান-গরিমায় মানুষের মধ্যে পার্থক্যের অন্যতম কারণ হলো, কর্ম। জীব মাত্রই নিজ নিজ কর্মের অধীন। কর্মই প্রাণিগণকে হীন-উত্তম বা উঁচু-নিচু বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে।

প্রশ্ন-১৩. বীজের নানাত্ব হেতু কিছু ফল টক, কিছু লবণাক্ত, কিছু মধুর রসযুক্ত হয়। এর সাথে মানুষের ভিন্নতা কোথায়?

উত্তর: বীজের ন্যায় কর্মের নানাত্ব হেতু সকল মানুষ সমান হয় না। কারণ প্রাণী মাত্রই কর্মের অধীন। এ রকম ভিন্নতার অন্যতম কারণ হলো কর্ম। কর্মই প্রাণীকে নানাভাবে বিভাজন করে।

প্রশ্ন-১৪. পৃথিবীর সচলতা এবং মানবজন্মের সৃষ্টি সম্পর্কে বুদ্ধ সুত্তনিপাত নামক গ্রন্থে কী বলেছেন?

উত্তর: সুত্তনিপাত গ্রন্থে পৃথিবীর সচলতা এবং মানব জন্মের সৃষ্টির সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, 'কর্মের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী সচল। কর্মের মাধ্যমে মানব জন্মের সৃষ্টি। চাকার উপর নির্ভর করে রথ যেমন চলে তেমনি সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্মের উপর নির্ভরশীল।'

প্রশ্ন-১৫. মানুষের জীবন কর্মবিধানের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয় কেন?

উত্তর: মানুষের জীবন কর্মবিধানের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়। কারণ মানুষের অতীত কর্মের দ্বারা বর্তমান জীবন নির্ধারিত হয়েছে। আবার বর্তমান কর্মের দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হচ্ছে। অর্থাৎ অতীতের উপর যেমন বর্তমান জীবন নির্ভর করে, আবার বর্তমানের উপর ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে।

■ কর্মফলের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন-১৬. 'যেমন কর্ম, তেমন ফল'— উক্তিটি আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

উত্তর: 'যেমন কর্ম, তেমন ফল'— উক্তিটি আমাদের যে শিক্ষা দেয় তা হলো, প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন কর্মফল ভোগ করবে। কর্ম যদি ভালো-মন্দ হয় তবে ফলও ভালো-মন্দ হবে।

প্রশ্ন-১৭. মানুষ নিজ নিজ ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে 'ধর্মপদ' গ্রন্থে কী বলা হয়েছে?

উত্তর: মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রসঙ্গে ধর্মপদ গ্রন্থে বলা হয়েছে, মানুষ নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা বা প্রভু, অন্যকোনো ত্রাণকর্তা বা প্রভু নেই। নিজেকে সুসংযত করতে পারলেই যে কোনো দুর্লভ বিষয় লাভ সম্ভব।

প্রশ্ন-১৮. আত্মপ্রতিষ্ঠা সর্ববিধ মহৎ কাজের ভিত্তিস্বরূপ কেন?

উত্তর: আত্মনির্ভরশীল না হলে কারো পক্ষে কোনোপ্রকার কাজে সফলতা লাভ করা সম্ভব না। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠাই হলো সর্ববিধ মহৎ কাজের ভিত্তিস্বরূপ।

প্রশ্ন-১৯. বীজ এবং ফল উভয়ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এটি কীসের উদাহরণ?

উত্তর: বীজ এবং ফল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এটি হলো— কর্ম ও কর্মফলের উদাহরণ। কর্ম ও কর্মফল পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ফল পূর্ব থেকে কর্মের মধ্যে অঙ্কুররূপে বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন-২০. ধর্মপদ গ্রন্থে পাপকারীদের পরিণতি সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

উত্তর: ধর্মপদ গ্রন্থে পাপকারীদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, পাপকারীরা ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অনুশোচনা করে। সে নিজের পাপকর্ম ও তার ফল দেখে গভীরভাবে অনুশোচনা করতে থাকে।

প্রশ্ন-২১. মানুষের মধ্যে উৎপন্ন নানারকম কামনা-বাসনা কীভাবে দমন করা সম্ভব?

উত্তর: মানুষ যখন লোভ-দ্বেষ-মোহে আকৃষ্ট হয়, তখন তার মধ্যে নানারকম কামনা-বাসনা উৎপন্ন হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনকে সংযত করার মাধ্যমে এগুলোকে দমন করা সম্ভব।

■ কুশল ও অকুশল কর্ম

প্রশ্ন-২২. কুশল কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: লোভ, দ্বেষ এবং মোহহীন চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কুশল কর্ম বলা হয়। এ ধরনের কাজে কোনোরকম পাপের স্পর্শ থাকে না। দান, শীল ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি কুশলকর্ম।

প্রশ্ন-২৩. কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কী ফল লাভ করা সম্ভব?

উত্তর: বৌদ্ধধর্মে কুশলকর্মের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হলে কুশল চিত্তের দরকার। কুশল চিত্ত দ্বারা ভালো কাজ করলে ভালো ফল লাভ করা সম্ভব।

প্রশ্ন-২৪. বোধিসত্ত্ব একবার রাজগৃহের ধনী শ্রেষ্ঠীর পরিবারে কর্মরত অবস্থায় উপোসথ গ্রহণ করেন। উপোসথের মাধ্যমে তিনি কী ফল লাভ করেছিলেন?

উত্তর: বোধিসত্ত্ব দুর্ভাগ্যবশত সারাদিনের পরিশ্রম এবং সারারাত অনাহারে উপোসথ পালন করায় পরদিন তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কুশল চিন্তা-চেতনায় মগ্ন ছিলেন। সেই কুশল কর্ম ও চেতনার প্রভাবে মৃত্যুর পর রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-২৫. অকুশল কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়। এ কর্মের ফল সবসময় কী হয়?

উত্তর: অকুশলজনিত কর্মের ফল সবসময় অকুশল হয়। অকুশল কর্মের ফলে সমাজে মানুষ অপমানিত হয়। মান-সম্মানের হানি হয়। সর্বোপরি সর্বত্র তার নিন্দা প্রচারিত হয়।

প্রশ্ন-২৬. একজন অর্হৎ হওয়া সত্ত্বেও মৌদ্গল্যায়নকে শেষ বয়সে শারীরিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল কেন?

উত্তর: মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন অর্হৎ। তিনি পূর্বজন্মে পরম মমতাময়ী মাকে কষ্ট দিয়েছিলেন। সেই কষ্টের ফল হিসেবে তাঁকে অর্হৎ হওয়া সত্ত্বেও শেষ বয়সে শারীরিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন-২৭. দেবদত্ত একবার বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি কীভাবে অকুশল কর্ম সম্পাদন করেন এবং এর ফলে তাকে কী ভোগ করতে হয়েছিল?

উত্তর: দেবদত্ত একবার পাহাড় থেকে পাথর ছুঁড়ে দিয়ে বুদ্ধকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এ সময় বুদ্ধের মতো মহাজ্ঞানীর শরীর থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। এই অকুশল কর্মের ফলে দেবদত্তকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

প্রশ্ন-২৮. কোন কালে সম্পাদিত কর্ম বিশেষ ফলদায়ী?

উত্তর: মৃত্যুকালে সম্পাদিত কর্ম কুশল হোক আর অকুশল হোক তা বিশেষ ফলদায়ী। মৃত্যুক্ষণে কুশল উৎপন্ন হলেই তার গতি সৎ ও সুখের হয়।

■ চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের বাংলা অনুবাদ

প্রশ্ন-২৯. প্রাণী হত্যাকারী এবং লোভী নারী পুরুষদের পরিণতি সম্পর্কে বুদ্ধ কী বলেছেন?

উত্তর: প্রাণী হত্যাকারী ও লোভী নারী-পুরুষ তাদের কর্ম ফলে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক বা নরকে যায়। যদি মানবকুলে জন্ম নেয় তবে তারা কম আয়ু পায়।

প্রশ্ন-৩০. প্রাণীদের অত্যাচার বা কষ্ট দেওয়ার জন্য অত্যাচারীকে কী ধরনের ফল ভোগ করতে হয়?

উত্তর: প্রাণীদের অত্যাচার বা কষ্ট দেওয়ার জন্য অত্যাচারীকে অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নিতে হয়। আর যদি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে তবে তারা সবসময় কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়।

প্রশ্ন-৩১. যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা বা পূজা পাওয়া লোকদের যারা ঈর্ষা করে তারা কোথায় জন্মগ্রহণ করে?

উত্তর: যারা অন্যের যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা দেখে ঈর্ষা করে, তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোকে অথবা নরকে জন্মগ্রহণ করে। তারা মানবকুলে জন্ম নিলেও গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।

■ কর্মবাদের গুরুত্ব

প্রশ্ন-৩২. কুশল কাজের জন্য মন সংযত করা দরকার কেন?

উত্তর: কোনো কর্ম একবার সম্পাদন করলে অনন্তকাল পর্যন্ত তা ফল প্রদান করতে থাকে। এভাবে কর্মের ফল অখণ্ডনীয়। সবাইকে তা ভোগ করতে হবে। তাই কুশল কাজের জন্য মন সংযত করা দরকার।

প্রশ্ন-৩৩. কোন কর্ম সৎ না কি অসৎ তার বিচার করা হয় কর্মফলের দ্বারা। এর ভিত্তিতে কর্মের শ্রেণিকরণ করো?

উত্তর: কর্ম ফলের ভিত্তিতে কর্মের শ্রেণিকরণ হলো, যে কর্মের ফল কর্তার নিজের ও নিজের পারিপার্শ্বিক জীবজগতের পক্ষে কল্যাণময় ও সুখপ্রদায়ী তাকে বলা হয় সৎ কর্ম। যে কর্ম কর্তার নিজের এবং পারিপার্শ্বিক জীবজগতের জন্য অকল্যাণকর বা দুঃখ আনয়ন করে তাই অসৎ কর্ম। যে কর্ম সম্পাদন হলেও ফলপ্রসূ হয় না তা নিরপেক্ষ কর্ম।

প্রশ্ন-৩৪. কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব। এক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়?

উত্তর: সুন্দরভাবে প্রতিদিন কর্ম সম্পাদন করলে জীবন সুখময় হয়। তবে সম্পাদিত কর্মের মধ্যে কুশল চেতনা থাকা দরকার। এভাবে কাজ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় এবং কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব।

প্রশ্ন-১৪. পৃথিবীর সচলতা এবং মানবজন্মের সৃষ্টি সম্পর্কে বুদ্ধ সুত্তনিপাত নামক গ্রন্থে কী বলেছেন?

উত্তর: সুত্তনিপাত গ্রন্থে পৃথিবীর সচলতা এবং মানব জন্মের সৃষ্টির সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, 'কর্মের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী সচল। কর্মের মাধ্যমে মানব জন্মের সৃষ্টি। চাকার উপর নির্ভর করে রথ যেমন চলে তেমনি সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্মের উপর নির্ভরশীল।'

প্রশ্ন-১৫. মানুষের জীবন কর্মবিধানের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয় কেন?

উত্তর: মানুষের জীবন কর্মবিধানের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়। কারণ মানুষের অতীত কর্মের দ্বারা বর্তমান জীবন নির্ধারিত হয়েছে। আবার বর্তমান কর্মের দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হচ্ছে। অর্থাৎ অতীতের উপর যেমন বর্তমান জীবন নির্ভর করে, আবার বর্তমানের উপর ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে।

■ কর্মফলের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন-১৬. 'যেমন কর্ম, তেমন ফল'— উক্তিটি আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

উত্তর: 'যেমন কর্ম, তেমন ফল'— উক্তিটি আমাদের যে শিক্ষা দেয় তা হলো, প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন কর্মফল ভোগ করবে। কর্ম যদি ভালো-মন্দ হয় তবে ফলও ভালো-মন্দ হবে।

প্রশ্ন-১৭. মানুষ নিজ নিজ ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে 'ধর্মপদ' গ্রন্থে কী বলা হয়েছে?

উত্তর: মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রসঙ্গে ধর্মপদ গ্রন্থে বলা হয়েছে, মানুষ নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা বা প্রভু, অন্যকোনো ত্রাণকর্তা বা প্রভু নেই। নিজেকে সুসংযত করতে পারলেই যে কোনো দুর্লভ বিষয় লাভ সম্ভব।

প্রশ্ন-১৮. আত্মপ্রতিষ্ঠা সর্ববিধ মহৎ কাজের ভিত্তিস্বরূপ কেন?

উত্তর: আত্মনির্ভরশীল না হলে কারো পক্ষে কোনোপ্রকার কাজে সফলতা লাভ করা সম্ভব না। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠাই হলো সর্ববিধ মহৎ কাজের ভিত্তিস্বরূপ।

প্রশ্ন-১৯. বীজ এবং ফল উভয়ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এটি কীসের উদাহরণ?

উত্তর: বীজ এবং ফল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এটি হলো— কর্ম ও কর্মফলের উদাহরণ। কর্ম ও কর্মফল পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ফল পূর্ব থেকে কর্মের মধ্যে অঙ্কুররূপে বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন-২০. ধর্মপদ গ্রন্থে পাপকারীদের পরিণতি সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

উত্তর: ধর্মপদ গ্রন্থে পাপকারীদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, পাপকারীরা ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অনুশোচনা করে। সে নিজের পাপকর্ম ও তার ফল দেখে গভীরভাবে অনুশোচনা করতে থাকে।

প্রশ্ন-২১. মানুষের মধ্যে উৎপন্ন নানারকম কামনা-বাসনা কীভাবে দমন করা সম্ভব?

উত্তর: মানুষ যখন লোভ-দ্বেষ-মোহে আকৃষ্ট হয়, তখন তার মধ্যে নানারকম কামনা-বাসনা উৎপন্ন হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনকে সংযত করার মাধ্যমে এগুলোকে দমন করা সম্ভব।

■ কুশল ও অকুশল কর্ম

প্রশ্ন-২২. কুশল কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: লোভ, দ্বেষ এবং মোহহীন চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কুশল কর্ম বলা হয়। এ ধরনের কাজে কোনোরকম পাপের স্পর্শ থাকে না। দান, শীল ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি কুশলকর্ম।

প্রশ্ন-২৩. কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কী ফল লাভ করা সম্ভব?

উত্তর: বৌদ্ধধর্মে কুশলকর্মের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হলে কুশল চিত্তের দরকার। কুশল চিত্ত দ্বারা ভালো কাজ করলে ভালো ফল লাভ করা সম্ভব।

প্রশ্ন-২৪. বোধিসত্ত্ব একবার রাজগৃহের ধনী শ্রেষ্ঠীর পরিবারে কর্মরত অবস্থায় উপোসথ গ্রহণ করেন। উপোসথের মাধ্যমে তিনি কী ফল লাভ করেছিলেন?

উত্তর: বোধিসত্ত্ব দুর্ভাগ্যবশত সারাদিনের পরিশ্রম এবং সারারাত অনাহারে উপোসথ পালন করায় পরদিন তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কুশল চিন্তা-চেতনায় মগ্ন ছিলেন। সেই কুশল কর্ম ও চেতনার প্রভাবে মৃত্যুর পর রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-২৫. অকুশল কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়। এ কর্মের ফল সবসময় কী হয়?

উত্তর: অকুশলজনিত কর্মের ফল সবসময় অকুশল হয়। অকুশল কর্মের ফলে সমাজে মানুষ অপমানিত হয়। মান-সম্মানের হানি হয়। সর্বোপরি সর্বত্র তার নিন্দা প্রচারিত হয়।

প্রশ্ন-২৬. একজন অর্হৎ হওয়া সত্ত্বেও মৌদ্গল্যায়নকে শেষ বয়সে শারীরিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল কেন?

উত্তর: মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন অর্হৎ। তিনি পূর্বজন্মে পরম মমতাময়ী মাকে কষ্ট দিয়েছিলেন। সেই কষ্টের ফল হিসেবে তাঁকে অর্হৎ হওয়া সত্ত্বেও শেষ বয়সে শারীরিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন-২৭. দেবদত্ত একবার বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি কীভাবে অকুশল কর্ম সম্পাদন করেন এবং এর ফলে তাকে কী ভোগ করতে হয়েছিল?

উত্তর: দেবদত্ত একবার পাহাড় থেকে পাথর ছুঁড়ে দিয়ে বুদ্ধকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এ সময় বুদ্ধের মতো মহাজ্ঞানীর শরীর থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। এই অকুশল কর্মের ফলে দেবদত্তকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

প্রশ্ন-২৮. কোন কালে সম্পাদিত কর্ম বিশেষ ফলদায়ী?

উত্তর: মৃত্যুকালে সম্পাদিত কর্ম কুশল হোক আর অকুশল হোক তা বিশেষ ফলদায়ী। মৃত্যুক্ষণে কুশল উৎপন্ন হলেই তার গতি সৎ ও সুখের হয়।

■ চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের বাংলা অনুবাদ

প্রশ্ন-২৯. প্রাণী হত্যাকারী এবং লোভী নারী পুরুষদের পরিণতি সম্পর্কে বুদ্ধ কী বলেছেন?

উত্তর: প্রাণী হত্যাকারী ও লোভী নারী-পুরুষ তাদের কর্ম ফলে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক বা নরকে যায়। যদি মানবকুলে জন্ম নেয় তবে তারা কম আয়ু পায়।

প্রশ্ন-৩০. প্রাণীদের অত্যাচার বা কষ্ট দেওয়ার জন্য অত্যাচারীকে কী ধরনের ফল ভোগ করতে হয়?

উত্তর: প্রাণীদের অত্যাচার বা কষ্ট দেওয়ার জন্য অত্যাচারীকে অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নিতে হয়। আর যদি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে তবে তারা সবসময় কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়।

প্রশ্ন-৩১. যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা বা পূজা পাওয়া লোকদের যারা ঈর্ষা করে তারা কোথায় জন্মগ্রহণ করে?

উত্তর: যারা অন্যের যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা দেখে ঈর্ষা করে, তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোকে অথবা নরকে জন্মগ্রহণ করে। তারা মানবকুলে জন্ম নিলেও গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।

■ কর্মবাদের গুরুত্ব

প্রশ্ন-৩২. কুশল কাজের জন্য মন সংযত করা দরকার কেন?

উত্তর: কোনো কর্ম একবার সম্পাদন করলে অনন্তকাল পর্যন্ত তা ফল প্রদান করতে থাকে। এভাবে কর্মের ফল অখণ্ডনীয়। সবাইকে তা ভোগ করতে হবে। তাই কুশল কাজের জন্য মন সংযত করা দরকার।

প্রশ্ন-৩৩. কোন কর্ম সৎ না কি অসৎ তার বিচার করা হয় কর্মফলের দ্বারা। এর ভিত্তিতে কর্মের শ্রেণিকরণ করো?

উত্তর: কর্ম ফলের ভিত্তিতে কর্মের শ্রেণিকরণ হলো, যে কর্মের ফল কর্তার নিজের ও নিজের পারিপার্শ্বিক জীবজগতের পক্ষে কল্যাণময় ও সুখপ্রদায়ী তাকে বলা হয় সৎ কর্ম। যে কর্ম কর্তার নিজের এবং পারিপার্শ্বিক জীবজগতের জন্য অকল্যাণকর বা দুঃখ আনয়ন করে তাই অসৎ কর্ম। যে কর্ম সম্পাদন হলেও ফলপ্রসূ হয় না তা নিরপেক্ষ কর্ম।

প্রশ্ন-৩৪. কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব। এক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়?

উত্তর: সুন্দরভাবে প্রতিদিন কর্ম সম্পাদন করলে জীবন সুখময় হয়। তবে সম্পাদিত কর্মের মধ্যে কুশল চেতনা থাকা দরকার। এভাবে কাজ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় এবং কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব।

প্রশ্ন-৩৫. বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কী?
উত্তর: কর্মের মাধ্যমেই একজন মানুষ তার নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করতে পারে। কর্মই মানুষকে উচ্চ আসনে আসীন করে। কর্মের সুফল সবদিকেই প্রবাহিত হয়। কর্মই মানুষের চালিকাশক্তি। তাই বৌদ্ধ ধর্মে কর্মবাদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন-৩৬. রাজেশ বড়ুয়া এলাকায় নিন্দনীয় বা খারাপ কাজ করে। তাকে সবাই কোন চোখে দেখে?
উত্তর: নিন্দনীয় বা খারাপ কাজ করার জন্য রাজেশ বড়ুয়াকে সমাজে সবাই অবজ্ঞা করে। তাকে সবাই ঘৃণার চোখে দেখে।

প্রশ্ন-৩৭. বুদ্ধের কর্মবাদ মনে রেখে কল্যাণময় কর্ম করা উচিত। এর কারণ কী?
উত্তর: বুদ্ধের কর্মবাদ মনে রেখে কল্যাণময় কর্ম করা উচিত। কারণ শুভ বা কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যে ফল অর্জিত হয় তা কখনো পুণ্যের পথ ধ্বংস করতে পারে না।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

■ ৩৪টি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ■ ১৭টি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর — SURE 15 — পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

Tutor: পরীক্ষায় জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের ৩×৫ = ১৫ নম্বর সরাসরি কমন পাওয়া সম্ভব। তাই এখানে দেওয়া হয়েছে পাঠ্যবইয়ের টপিক ও পৃষ্ঠার সূত্র উল্লেখ করে অধ্যায়টির সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর। এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় ১০০% কমন পাবে তুমি।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ কর্ম শব্দের ধারণা

প্রশ্ন-১. বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি কী? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২।* */বাংলাদেশ ক্যাডেটমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ/*
উত্তর: বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি হলো কর্মবাদ।

প্রশ্ন-২. কী বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে। ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২।*
উত্তর: কর্ম বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশ্ন-৩. কর্ম কী? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২।*
উত্তর: কায়, বাক্য ও মনে সম্পাদিত কাজ বা ক্রিয়াই কর্ম।

প্রশ্ন-৪. কোথায় কর্মের উৎপত্তি স্থল? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২।*
উত্তর: মন বা চিত্তে।

প্রশ্ন-৫. চেতনা কী? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২।*
উত্তর: চিত্ত থেকে উৎপন্ন উপলব্ধিই চেতনা।

প্রশ্ন-৬. কোন ক্রিয়াকে কর্ম বলা হয় না? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২।*
উত্তর: মনের চেতনাহীন ক্রিয়াকে কর্ম বলা হয় না।

প্রশ্ন-৭. করণীয় অনুসারে কর্ম কয় প্রকার? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২। /সকল বোর্ড-২০১৮/*
উত্তর: করণীয় অনুসারে কর্ম চার প্রকার।

প্রশ্ন-৮. জনক কর্ম কোন কর্মের ফল? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩।*
উত্তর: জনক কর্ম অতীত কর্মের ফল।

প্রশ্ন-৯. উপস্তম্ভক কর্ম কী? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩। /ঢা. বো. '২৪/*
উত্তর: যে কর্ম জনক কর্মকে সাহায্য করে তাই উপস্তম্ভক কর্ম।

প্রশ্ন-১০. উপঘাতক কর্ম কাকে বলে? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩। /ঢা. বো. '১৯/*
উত্তর: যে কর্মের কাজ হলো বাঁধা দেওয়া তাকে উপঘাতক কর্ম বলে।

■ কর্মবাদের ধারণা

প্রশ্ন-১১. বাদ কী? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩।*
উত্তর: তত্ত্ব বা ধারণার বিশ্বাসই বাদ।

প্রশ্ন-১২. কর্মবাদ কী? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩। /ঢা. বো. '১৯/*
উত্তর: কর্মফলে গভীরভাবে বিশ্বাস করাই হচ্ছে কর্মবাদ।

প্রশ্ন-১৩. কর্মবাদ কাকে বলে? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩।*
উত্তর: কর্মফলে গভীরভাবে বিশ্বাস করাকে কর্মবাদ বলা হয়।

প্রশ্ন-১৪. 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে কোন রাজার উল্লেখ আছে? */পাঠ্যপুস্তক পৃষ্ঠা ৬৩/*
উত্তর: গ্রিক রাজা মিলিন্দের।

প্রশ্ন-১৫. বর্তমান জীবন কী দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৪।*
উত্তর: বর্তমান জীবন অতীত কর্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।

প্রশ্ন-১৬. বারনসিরাজ কার মা-বাবাকে হত্যা করেছিল? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৪।*
উত্তর: দীর্ঘায়ু কুমারের।

■ কর্মফলের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন-১৭. কী অনুসারে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৪।*
উত্তর: কর্মবাদ অনুসারে।

প্রশ্ন-১৮. 'সঙ্গীতি সূত্রে' কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৫।*
উত্তর: সঙ্গীতি সূত্রে কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে বিশেষ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১৯. সর্ববিধ মহৎ কাজের ভিত্তিস্বরূপ কী? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৫।*
উত্তর: আত্মপ্রতিষ্ঠা।

প্রশ্ন-২০. কে ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অনুশোচনা করে? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৫।*
উত্তর: পাপকারী।

প্রশ্ন-২১. কোন কর্ম পাপ-পুণ্যময় হয় এবং তার ফল সুখ-দুঃখময় হয়? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৬।*
উত্তর: কুশলাকুশল বিমিশ্রিত চিত্রে সম্পাদিত কর্ম।

প্রশ্ন-২২. অঙ্গুলিমাল কী ছিলেন? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৬।*
উত্তর: নরঘাতক দস্যু ছিলেন।

প্রশ্ন-২৩. অঙ্গুলিমাল নিজ হাতে কত জনকে হত্যা করেছিলেন? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৬।*
উত্তর: ৯৯৯ জনকে হত্যা করেছিলেন।

প্রশ্ন-২৪. কে বুদ্ধের নিকট ধর্মানুরাগ ও ভক্তির জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৬।*
উত্তর: রাজা অজাতশত্রু।

■ কুশল ও অকুশল কর্ম

প্রশ্ন-২৫. অকুশল শব্দের অর্থ কী? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৭।*
উত্তর: অকুশল শব্দের অর্থ হলো পাপ, দোষ, ত্রুটি, অপরাধ, অশুভ ইত্যাদি।

প্রশ্ন-২৬. কুশল কর্ম কী? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৭।*
উত্তর: যে কোনো ভালো কাজই কুশল কর্ম।

প্রশ্ন-২৭. অন্যায় কাজকে কী বলা হয়? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৭।*
উত্তর: অন্যায় কাজকে অকুশল কর্ম বলা হয়।

■ চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের বাংলা অনুবাদ

প্রশ্ন-২৮. কোন কাজ করলে মানুষের চেহারা বিশ্রী হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৯।

উত্তর: রাগ করলে মানুষের চেহারা বিশ্রী হয়।

প্রশ্ন-২৯. কোন কাজ না করলে মানুষ গরিব হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭০।

উত্তর: সামর্থ্য থাকার পরেও দান না করলে মানুষ গরিব হয়।

প্রশ্ন-৩০. মানুষ হীনকুলে জন্ম নেয় কীসের প্রভাবে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭১।

উত্তর: কর্মের প্রভাবে মানুষ হীনকুলে জন্ম নেয়।

■ কর্মবাদের গুরুত্ব

প্রশ্ন-৩১. কুশল কাজের জন্য কী সংযত করা দরকার? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭১।

উত্তর: মন সংযত করা দরকার।

প্রশ্ন-৩২. কোনো কর্ম সৎ নাকি অসৎ তার বিচার কী দ্বারা হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭১।

উত্তর: কর্ম ফলের দ্বারা।

প্রশ্ন-৩৩. নিরপেক্ষ কর্ম কী? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭১।

উত্তর: যে কর্ম সম্পাদন হলেও ফলপ্রসূ হয় না তাই নিরপেক্ষ কর্ম।

প্রশ্ন-৩৪. কোনটির দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭২।

উত্তর: কর্মের দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ কর্ম শব্দের ধারণা

প্রশ্ন-১. কর্ম বলতে কী বোঝায়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২।

উত্তর: 'কর্ম' বলতে কোনো অনুষ্ঠান করা, নির্মাণ করা বা সম্পাদন করা ইত্যাদি বোঝায়।

বৌদ্ধধর্মে শুভ-অশুভ, কুশল-অকুশল, ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে কর্ম বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ যা চিন্তা করা যায়, বাক্যে উচ্চারণ করা যায় এবং দেহের দ্বারা সম্পাদন করা যায় তাই কর্ম। কায়-বাক্য ও মন এই ত্রিদ্বারে কর্ম সংঘটিত হয়। চিন্তন, কথন এবং করণ সমস্তই কর্মের অধীন।

প্রশ্ন-২. বুদ্ধ কাকে কর্ম বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২। [চ. বো. '১৯]

উত্তর: বুদ্ধ চেতনাকেই কর্ম বলেছেন।

'অঙ্গুত্তর নিকায়' নামক গ্রন্থে বুদ্ধ বলেছেন— "চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি। চেতয়িত্বা কম্মং করোতি কায়েন, বাচায় মনসা'পি"।

অর্থাৎ: হে ভিক্ষুগণ! চেতনাকেই (ইচ্ছাকে) আমি কর্ম বলি। কারণ চেতনার দ্বারা ব্যক্তি কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে। কর্মের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মন বা চিত্ত। চেতনা মনের সহজাত প্রবৃত্তি বিশেষ। চিত্ত থেকে উৎপন্ন উপলব্ধিই চেতনা। একটি ক্ষণের একটি চেতনা সুখ-দুঃখ প্রদান করতে সক্ষম। কায় কর্ম ও বাক্য কর্ম সমস্তই মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশ্ন-৩. কর্মের উৎপত্তিস্থল কোথায়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২।

উত্তর: কর্মের উৎপত্তিস্থল মন বা চিত্ত। চেতনা মনের সহজাত প্রবৃত্তি বিশেষ। চিত্ত থেকে উৎপন্ন উপলব্ধিই চেতনা বা কর্ম। কায়, কর্ম ও বাক্য কর্ম সমস্তই মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বৌদ্ধধর্ম মতে, নিজ নিজ কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হবে। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে। গাছের ফলের মতো কর্মফল মানুষের কর্মকে অনুসরণ করে। কর্ম যদি ভালো-মন্দ হয় তবে ফলও ভালো-মন্দ হয়। তাই বলা হয়, মন বা চিত্ত থেকেই সকল কর্মের উৎপত্তি হয়।

■ কর্মবাদের ধারণা

প্রশ্ন-৪. জনক কর্ম কী? ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩। [সকল বোর্ড-২০১৮]

উত্তর: যে কর্ম পুনর্জন্ম ঘটায়, জীবিতকালে যে কর্ম স্কন্ধ ও কর্মজরূপ উৎপাদক এবং কুশল অকুশল চেতনামূলক তাই জনক কর্ম। জনক কর্ম অতীত কর্মেরই ফল।

প্রশ্ন-৫. উৎপীড়ক কর্ম কী? ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩।

উত্তর: উৎপীড়ক কর্ম হলো করণীয় অনুসারে কর্মের অন্যতম এক কর্ম। এই জাতীয় কর্ম জনক কর্ম বা উপস্তম্ভক কর্মের বিপাককে দুর্বল করে কিংবা বাধা দেয়। কুশল উৎপীড়ক কর্ম অকুশল উপস্তম্ভক কর্মকে, অকুশল উৎপীড়ক কর্ম কুশল উপস্তম্ভক কর্মকে বাধা দেয় এবং দুর্বল করে।

প্রশ্ন-৬. কর্মবাদ বলতে কী বোঝায়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩।

উত্তর: কর্মবাদ বলতে কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে বোঝানো হয়।

বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তিই হলো কর্মবাদ। বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে জীবমাত্রেই কর্মের অধীন এবং প্রত্যেক জীবকে তার নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করতে হয়।

প্রশ্ন-৭. কর্মবাদ সম্পর্কে ধারণা দাও। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩।

উত্তর: 'কর্ম' ও 'বাদ' দুটি অর্থবোধক শব্দের সমন্বয়ে কর্মবাদ' গঠিত হয়েছে। 'কর্ম' বলতে কায়, বাক্য ও মনে সম্পাদিত কাজ বা ক্রিয়াকে বোঝায়। 'বাদ' বলতে তত্ত্ব বা ধারণার বিশ্বাসকে বোঝায়। সুতরাং কর্মবাদ হলো কর্মফলে গভীর বিশ্বাস।

প্রশ্ন-৮. নাগসেন গ্রিকরাজ মিলিন্দকে কর্ম সম্পর্কে কী বলেছিলেন? লেখো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩।

উত্তর: নাগসেন গ্রিকরাজ মিলিন্দকে কর্ম সম্পর্কে বলেছিলেন, 'সকল মানুষ এক রকম না হওয়ার কারণ হলো তাদের কৃতকর্ম। বিভিন্ন মানুষের কর্মের পার্থক্য আছে বলেই মানুষের মধ্যে কেউ সুন্দর, কেউ বিশ্রী, কেউ অল্পায়ু, কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ ধনী, কেউ গরিব ইত্যাদি পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তিনি আরো বলেন: 'সকল বৃক্ষের ফল সমান হয় না'। কিছু টক, কিছু লবণাক্ত, কিছু মধুর রসযুক্ত। এগুলো বীজের নানাত্ব কারণেই হয়'। এভাবে কর্মের নানাত্ব হেতু সকল মানুষ সমান হয় না। কারণ প্রাণীমাত্রই কর্মের অধীন। এ রকম ভিন্নতার অন্যতম কারণ হলো কর্ম।

■ কর্মফলের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন-৯. কীভাবে মানুষ তার কর্মের ফল ভোগ করে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৪।

উত্তর: কর্মবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। সুতরাং যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন কর্মফল ভোগ করবে। কর্ম যদি ভালো বা মন্দ হয় তবে ফলও ভোগ করতে হয়। আপনি যেমন বীজ রোপণ করবেন, তেমন ফসল পাবেন। যদি ভালো বীজ রোপণ করেন তবে ভালো ফসল পাবেন আর যদি খারাপ বীজ রোপণ করেন তবে খারাপ ফসল পাবেন। এভাবেই মানুষ ভালো-মন্দ কাজের ফল ভোগ করবে।

প্রশ্ন-১০. কর্মের বিধানকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৫।

উত্তর: বৌদ্ধ কর্মবাদ জন্ম-জন্মান্তরে কুশল কর্ম সম্পাদন সুখী হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। কর্মই মানুষের একমাত্র সঙ্গী। কর্মের মাধ্যমেই মানব জীবনের গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। যারা কায়, মন ও বাক্যে কুশল কর্ম সম্পাদন করেন তারা ইহকাল ও পরকালে সুখী জীবন লাভ করেন।

■ কুশল ও অকুশল কর্ম

প্রশ্ন-১১. কুশলকর্ম বলতে কী বোঝায়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৭।

উত্তর: 'কুশল' শব্দের সমার্থক শব্দ হলো নিপুণ, শুভ, পুণ্যধর্ম, সৎ, ধার্মিক, দোষশূন্য, নির্দোষ, প্রশংসনীয়, গুণসম্পন্ন, কল্যাণ, মঙ্গল ইত্যাদি। বলা যায় লোভ, দ্বেষ এবং মোহহীন চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্ম হলো কুশলকর্ম। এ ধরনের কাজে কোনোরকম পাপের স্পর্শ থাকে না। দান, শীল, ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান ইত্যাদি কুশলকর্ম।

■ চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের বাংলা অনুবাদ

প্রশ্ন-১২. বুদ্ধ ও মৌদ্গল্যায়নকে কী রকম লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৭।

উত্তর: পূর্ব জন্মের অকুশল কর্মের ফলে বুদ্ধ ও মৌদ্গল্যায়নকে যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে।

কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়। পূর্ব জন্মের কর্মপ্রভাবের থেকে গৌতম বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্যগণও মুক্ত হতে পারেননি। একবার দেবদত্ত

বুদ্ধের প্রাণনাশের জন্য পাহাড় থেকে বিশাল পাথর ছুড়ে মারে। পূর্বজন্মের কুশল কর্মের প্রভাবে বুদ্ধ রক্ষা পান। কিন্তু কোনো এক জন্মের অকুশল কর্মের ফলে এ সময় তাঁর শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হয়। একই ভাবে জন্মজন্মান্তরে পারমী পুরণ করে অর্হৎ হওয়া সত্ত্বেও পূর্বজন্মে মাকে কষ্ট দেওয়ার ফলে মৌদগল্যায়নকে শারীরিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন-১৩. দেবদত্তকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে কেন? সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৮।*

উত্তর: দেবদত্ত একবার বুদ্ধের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে পাহাড় থেকে পাথর ছুড়ে মারে। এতে মহাজ্ঞানী বুদ্ধের শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। এই অকুশল কর্মের ফলে দেবদত্তকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

প্রশ্ন-১৪. কম আয়ু পাওয়ার কারণ কী? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৯।*
[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

উত্তর: কম আয়ু পাওয়ার কারণ হলো পূর্বজন্মে প্রাণী হত্যা করা এবং লোভী হওয়া।

বুদ্ধ বলেছেন, এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ প্রাণী হত্যাকারী এবং লোভী হয়। তারা সব সময় প্রাণীর রক্তে হাত রঞ্জিত করে। জীবের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে। এর ফলে তারা মৃত্যুর পরে অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক বা নরকে যায়। আর যদি মানবকুলে জন্ম নেয় তবে তারা কম আয়ু পায়।

প্রশ্ন-১৫. চূলকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের আলোকে বিভিন্ন কাজের ফল ব্যাখ্যা করো। ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭০।*

উত্তর: চূলকর্ম বিভঙ্গ সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন, পূর্বজন্মে কৃত প্রাণী হত্যা করার কারণে প্রাণীর অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু হয়। পূর্বজন্মের নিষ্ঠুরতার কারণেও এ জন্মে রোগাক্রান্ত অল্পায়ু হয়। যারা প্রাণীহত্যা বা নিষ্ঠুর আচরণ করে না তারা দীর্ঘায়ু ও নিরোগী। কুশলকর্মের কারণে তারা স্বর্গে গমন করে। যারা জন্মান্তরে রাগী হয় তারা বর্তমান জন্মে বিশ্রী চেহারার অধিকারী হয় এবং মৃত্যুর পরে নরকে যায়। যারা রাগহীন তাদের সুগতি হয়। তেমনি ঈর্ষাহীন, দাতা, নিরহংকারী ব্যক্তির সুগতি হয়— আর বিপরীত চিত্তের অধিকারীকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। যারা কুশল-অকুশল জানার চেষ্টা করে তারা জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

প্রশ্ন-১৬. শুভ মানবক ত্রিশরণ গ্রহণ করলেন কেন? ব্যাখ্যা করো।
◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭১। [ডি. কো. ১৯]*

উত্তর: বুদ্ধের কর্মবাদ ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে শুভ মানবক ত্রিশরণ গ্রহণ করেন। বুদ্ধের কর্মবাদ ব্যাখ্যা শুনে তোদেয্য ব্রাহ্মণ পুত্র শুভ মানবক বুদ্ধকে বলেন, অতি উত্তম, অতি সুন্দর, অতি মনোরম। আপনি আচ্ছাদিত বস্তুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করলেন। পথ হারা মানুষকে পথ প্রদর্শন করলেন। হে বুদ্ধ! এখন আমি আপনার প্রবর্তিত ধর্ম এবং প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করলাম। আজ থেকে আপনি আমাকে আপনার শরণাগত উপাসক মনে করুন।

প্রশ্ন-১৭. বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদের উপর কেন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?
◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭২। [ডি. কো. ২৪]*

উত্তর: বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদ বলতে কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে বোঝায়। কর্মবাদ বৌদ্ধধর্মে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বুদ্ধের কর্মবাদ অনুসারে মানুষ বা যেকোনো প্রাণীই কর্মের অধীন। কর্মের দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব, জন্ম নিয়ে নয়। সুন্দরভাবে প্রতিদিন কর্ম সম্পাদন করলে জীবন সুখময় হয়। তবে সম্পাদিত কর্মের মধ্যে কুশল চেতনা থাকা দরকার। এভাবে কাজ করলে ভালো ফলাফল অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১৬টি সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন ■ ২টি অনুশীলনীর প্রশ্ন ■ ৯টি বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ■ ২টি শীর্ষস্থানীয় স্কুলের প্রশ্ন ■ ৩টি মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

Tutor: পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ টপিক ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। নতুন পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের নমুনা দেখে নাও তুমি। এর মাধ্যমে পরীক্ষায় সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন কেমন হতে পারে ও উত্তর কীভাবে লিখতে হবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে।

প্রশ্ন ▶১ নতুনপাড়ার দুই প্রতিবেশী পাশাপাশি অবস্থান করেন। তাদের মধ্যে দীপান্বিতা চাকমার পরিবারের সদস্যরা শান্ত ও ভদ্র। যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা পাওয়া লোকদের তারা ঈর্ষা করেন না; বরং বিহারে ও বাড়িতে ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ করে খাদ্য, পানীয় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সামর্থ্য অনুসারে দান করে থাকেন। তাই অন্য পরিবারের সদস্যরা হিংসা ও আক্রোশমূলক কথাবার্তা বলে তাঁদের বিরক্ত করে।

ক. 'সঙ্গীতি সূত্রে' কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? ১

খ. দেবদত্তকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে কেন? সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ২

গ. দীপান্বিতা চাকমার পরিবারের কর্মকাণ্ডগুলো কোন সূত্রের সাথে মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দুই পরিবারের আচরণে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কী প্রভাব ফেলবে? ধর্মীয় দৃষ্টিতে তা বিচার বিশ্লেষণ করো। ৪

◀ *শিখনফল-৪*

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সঙ্গীতি সূত্রে কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে বিশেষ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে।

খ দেবদত্ত একবার বুদ্ধের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে পাহাড় থেকে পাথর ছুড়ে মারে। এতে মহাজ্ঞানী বুদ্ধের শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। এই অকুশল কর্মের ফলে দেবদত্তকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

গ দীপান্বিতা চাকমার পরিবারের কর্মকাণ্ডগুলো চূলকর্ম বিভঙ্গ সূত্র বা ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের সাথে মিল পাওয়া যায়, যা মধ্যম নিকায়ের (তৃতীয় খণ্ড) ১৩৫ নং সূত্র।

এ সূত্রে কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। একসময় ভগবান বুদ্ধ জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে বসবাসের সময় তোদেয্য ব্রাহ্মণের পুত্র শুভ মাণবক বুদ্ধকে কর্মানুসারে বিভিন্ন প্রশ্ন করলে বুদ্ধ তাকে যে উত্তর প্রদান করেছিলেন তা মূলত চূলকর্ম বিভঙ্গের মূল বিষয়। এ সূত্রে মানুষের মধ্যে হীন এবং শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণগুলো বর্ণনা করা হয়েছে।

দীপান্বিতা চাকমার পরিবারের সদস্যরা শান্ত ও ভদ্র। যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা পাওয়া লোকদের তাঁরা বিহারে ও বাড়িতে ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ করে খাদ্য, পানীয় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সামর্থ্য অনুযায়ী দান করেন। এজন্য তারা স্বর্গে যায়। মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলে মহাপরিবারে জন্ম নেয়। আর এটাই মহাপরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণ।

ঘ উদ্দীপকে দুই পরিবার অর্থাৎ দীপান্বিতা চাকমার পরিবার এবং তাদের প্রতিবেশী পরিবারের আচরণ পারিবারিক ও সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব, জন্ম দিয়ে নয়। সুন্দরভাবে প্রতিদিনের কর্ম সম্পাদন করলে জীবন সুখময় হয়। তবে সম্পাদিত কর্মের মধ্যে কুশল চেতনা থাকা দরকার। এভাবে কাজ করলে ভালো ফলাফল অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কর্মের মাধ্যমেই একজন মানুষ

তার নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করতে পারে। কর্মই মানুষকে উচ্চ আসনে আসীন করে এবং কর্মের সুফল সবদিকেই প্রবাহিত হয়। কর্মই মানুষের চালিকাশক্তি। মানুষ নিজেই নিজের কর্মফল বহন করে। পশ্চাতে ফেলে আসে না। বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে, প্রাণী হত্যা না করা, চুরি না করা, ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া, মিথ্যা কথা না বলা, মাদক জাতীয় দ্রব্য সেবন না করাসহ বৃথা বাক্য না বলা, কর্কশ বাক্য না বলা-এর বিধান রয়েছে। সুন্দরভাবে জীবিকা অবলম্বনের জন্য অন্যায় ও অসামাজিক সকল প্রকার কাজ করা উচিত নয়। কেননা, নিন্দিত বা খারাপ কাজ যারা করে তাদেরকে সমাজে সবাই অবজ্ঞা করে। সুতরাং বুদ্ধের কর্মবাদ মনে রেখে কল্যাণময় কর্ম করা উচিত। শুভ বা কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যে ফল অর্জিত হয় তা কখনো পুণ্যের পথ ধ্বংস করতে পারে না। এমন কর্মসম্পাদন করতে হবে যার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্রের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶ ২

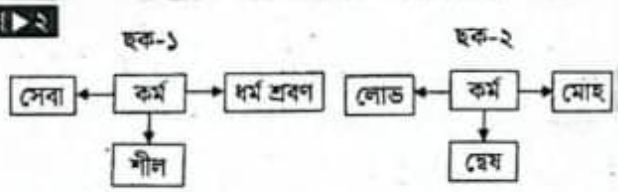

ক. অকুশল শব্দের অর্থ কী? ১
খ. উৎপীড়ক কর্ম কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ছক-১ দ্বারা কোন কর্মের ইঙ্গিত বহন করছে— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ছক-১ ও ২ এ বর্ণিত কর্মফলের পার্থক্য কী হতে পারে? ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

◀ *শিখনফল-৩*

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অকুশল শব্দের অর্থ হলো পাপ, দোষ, ত্রুটি, অপরাধ, অশুভ ইত্যাদি।

খ উৎপীড়ক কর্ম হলো করণীয় অনুসারে কর্মের অন্যতম এক কর্ম। এই জাতীয় কর্ম জনক কর্ম বা উপস্তম্ভক কর্মের বিপাককে দুর্বল করে কিংবা বাধা দেয়। কুশল উৎপীড়ক কর্ম অকুশল উপস্তম্ভক কর্মকে, অকুশল উৎপীড়ক কর্ম কুশল উপস্তম্ভক কর্মকে বাধা দেয় এবং দুর্বল করে।

গ ছক-১ কুশলকর্মের ইঙ্গিত বহন করছে।

'কুশল' শব্দের সমার্থক শব্দগুলো হলো যথাক্রমে - নিপুণ, শুভ, পুণ্যধর্ম, সৎ, ধার্মিক দোষশূন্য, নির্দোষ, প্রশংসনীয়, গুণসম্পন্ন, কল্যাণ, মঙ্গল ইত্যাদি। লোভ, দ্বেষ এবং মোহহীন চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কুশলকর্ম বলা হয়। এ ধরনের কাজে কোনো রকম পাপের স্পর্শ থাকে না। দান, শীল ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি কুশলকর্ম। কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হলে কুশল চিত্তের দরকার। এভাবে ভালো কাজ করলে ভালো ফল লাভ করা সম্ভব। বৌদ্ধধর্মে কুশলকর্মের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কুশলকর্মের ফল কুশল হয়। ছক-১ও কুশলকর্ম সেবা, শীল ও ধর্ম শ্রবণের উল্লেখ আছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ছক-১ দ্বারা কুশলকর্মকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ ছক-১ ও ২ এ বর্ণিত কর্ম যথাক্রমে কুশলকর্ম এবং অকুশল কর্ম যা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

ভালো কাজকে বলা হয় কুশলকর্ম এবং মন্দ কাজকে বলা হয় অকুশল কর্ম। কর্ম ও কর্মফল একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অর্থাৎ ভালো কাজের ফল ভালো আর মন্দ কাজের ফল সর্বদাই দুঃখদায়ক। শুধু মানুষ নয় জীব মাত্রই কর্মের অধীন। অর্থাৎ কর্মের দ্বারা উন্নত জীবন যেমন লাভ হয় তেমনি কর্মের দ্বারা হীন জীবন লাভ হয়। যে ব্যক্তি কুশলকর্ম করেন তিনি ইহলোক ও পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করেন। আর অকুশল কর্ম করেন যে ব্যক্তি সে নিজের পাপকর্ম ও তার ফল দেখে গভীরভাবে অনুশোচনা করতে থাকে। সুতরাং শুভ বা কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যে ফল অর্জিত হয় তা কখনো পুণ্যের ধ্বংস করতে পারে না। এমন কর্ম করতে হবে যার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্রের সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — সিলেবাস ও শিখনফলের আলোকে বাছাইকৃত

এখানে বিভিন্ন সালের এসএসসি পরীক্ষায় আসা প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। বোর্ড পরীক্ষায় যেসব শিখনফলের ওপর প্রশ্ন হয়ে থাকে সেগুলো সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো বারবার অনুশীলন করো। তাহলে তুমি বিভিন্ন পরিস্থিতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর লিখনে দক্ষ হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন ▶ ৩ অরুণ ও কিরণ ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির ব্যবসা করে। অরুণ ক্রেতাদের কাছে ন্যায্য মূল্যে সঠিক যন্ত্রাংশটি বিক্রি করেন। কিন্তু কিরণ ক্রেতাদের ঠকায়। সে যন্ত্রাংশের বাড়তি মূল্য নেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির মানও ঠিক থাকে না। অপরদিকে, প্রশান্ত বাবু অসদুপায়ে প্রচুর অর্থ সম্পত্তির মালিক হন। অসহায়, গরিবদের তিনি যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তিনি দানবীর হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন।

ক. উপস্তম্ভক কর্ম কী? ১
খ. বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদের উপর কেন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? ২
গ. প্রশান্ত বাবুর আচরণ কোন কর্মের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অরুণ ও কিরণের কর্মের তুলনামূলক মূল্যায়ন করো। ৪

◀ *শিখনফল-২ ও ৩* *[ঢাকা বোর্ড ২০২৪]*

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক যে কর্ম জনক কর্মকে সাহায্য করে তাই উপস্তম্ভক কর্ম।

খ বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদ বলতে কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে বোঝায়।

কর্মবাদ বৌদ্ধধর্মে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বুদ্ধের কর্মবাদ অনুসারে মানুষ বা যেকোনো প্রাণীই কর্মের অধীন। কর্মের দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব, জন্ম নিয়ে নয়। সুন্দরভাবে প্রতিদিন কর্ম সম্পাদন করলে জীবন সুখময় হয়। তবে সম্পাদিত কর্মের মধ্যে কুশল চেতনা থাকা দরকার। এভাবে কাজ করলে ভালো ফলাফল অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ প্রশান্ত বাবুর আচরণ কুশলাকুশল ফলদায়ী পাপ-পুণ্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

কুশলাকুশল বিমিশ্রিত চিত্তে সম্পাদিত কর্ম পাপ-পুণ্যময় হয় এবং তার ফল সুখ দুঃখময় হয়। এ রকম কর্মের একটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো— কোনো এক ব্যক্তি চুরি, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি হীন উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। কোনো ব্যক্তি তার কাছ থেকে অর্থ চাইলে সে মুক্ত হস্তে দান করে। দুঃখীর দুঃখ মোচনে সে সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ফল লাভের ক্ষেত্রে সে তার বদান্যতা, উদারতা ও পরের উপকার করার ফলস্বরূপ পরবর্তী জন্মে বিত্তশালী হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। তবে চুরি, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অপকর্মের জন্য মিথ্যা অপবাদের ভাগী হতে পারে। বিপুল অর্থ থাকা সত্ত্বেও ভোগে বঞ্চিত হতে পারে। দৈহিক ও মানসিক নানা কষ্টের মধ্যে দিয়ে তার জীবনের অবসান হয়।

উদ্দীপকে প্রশান্ত বাবু অসদুপায়ে প্রচুর অর্থ সম্পত্তির মালিক হয়। অসহায়, গরিবদের তিনি যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করেন। তিনি দানবীর হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ প্রশান্ত বাবুর আচরণ কুশলাকুশল ফলদায়ী পাপ-পুণ্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে অরুণ কুশলকর্ম এবং কিরণ অকুশল কর্ম সম্পাদন করে। জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কুশল অর্থাৎ ভালো কাজের ফল সব সময় ভালো হয় আর মন্দ কাজের বা অকুশল কর্মের ফল সবসময় খারাপ হয়। লোভ, দ্বেষ, এবং মোহহীন চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কুশলকর্ম বলা হয় আর অকুশল কর্মের মধ্যে লোভ, দ্বেষ এবং মোহ বিরাজমান।